শ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত

শ্রীশিক্ষাষ্টক

GOUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

শ্লোক, প্রতিশব্দের **অন্বয়মুখে অনুবাদ**, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোদ্ধৃত
পদ্যানুবাদ, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত **অমৃতপ্রবাহ-**
ভাষ্য, 'সম্মোদন-ভাষ্যম্' নামক টীকা, গীতাবলী হইতে
উদ্ধৃত **'গীতি'**, শ্রীভজনরহস্যধৃত প্রমাণ-**শ্লোকাবলী**
ও তদনুবাদ, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত
সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকৃত **'বিবৃতি'**

এবং

ভূমিকায় সম্পাদক-লিখিত
'শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী' সহ

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের
বর্তমান সভাপতি ও আচার্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ-সম্পাদিত।

[ভিক্ষা ৭৫ পয়সা]

প্রকাশক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিকুসুম শ্রমণ,
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

প্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-শ্লোক যেই পড়ে, শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তা'র বাড়ে দিনে দিনে॥
—চৈঃ চঃ, অ ২০।৩৫।

তৃতীয় সংস্করণ-প্রকাশ—
শ্রীরাস-পূর্ণিমা-বাসর,
৪৮৪ শ্রীগৌরাব্দ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

মুদ্রাকর—
শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী সেবাকৌস্তুভ,
নদীয়াপ্রকাশ-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মঙ্গলাচরণে শ্রীগৌরহরি-তত্ত্ব

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

মঙ্গলাচরণে উদ্ধৃত শ্রীরূপগোস্বামিপাদের এই শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই,—শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্বতঃ কৃষ্ণ, তাঁহার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহার রূপ—রাধাদ্যুতি—গৌরবর্ণ, তাঁহার গুণ—মহাবদান্যতা এবং তাঁহার লীলা শ্রীমতী রাধিকার ভাবে কৃষ্ণানুসন্ধানপরতায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। বস্তুতঃ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই মাধুর্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ এবং ঔদার্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। তিনি পরমেশ্বর—সর্বেশ্বরেশ্বর, অনাদি, সর্বাদি, সর্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনি স্বয়ং ভগবান্। যোগিগণধ্যেয় পরমাত্মা তাঁহার অংশ এবং জ্ঞানিগণোপাস্য ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শুধু চিদ্‌বৃত্তিতে ব্রহ্ম, সচ্চিদ্‌বৃত্তিতে পরমাত্মা এবং সৎ, চিৎ ও আনন্দবৃত্তিতে ভগবদ্‌রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তজ্জন্য তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবন্নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্বয়ংরূপ-ভগবত্তায়ই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের পূর্ণতম প্রকাশ; সেই স্বয়ংরূপই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

মহাপ্রভুর দান-বৈশিষ্ট্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জনসাধারণের সাময়িক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সরণি, পান্থনিবাস, চিকিৎসালয়, অন্নসত্র, সঙ্কটত্রাণসমিতি প্রভৃতি স্থাপন না করিলেও তাঁহার দানের তুলনা নাই। তাঁহার দয়া লাভ হইলে আর

কখনও অমন্দের উদয় হয় না, তজ্জন্য উহা অমন্দোদয়া। এই অমন্দোদয়া দয়া সুনির্মলা ও নিত্যভক্তিবিনোদা; তাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূরীভূত করে, শাস্ত্রের যাবতীয় বিবাদ প্রশমিত করে, কৃষ্ণনিষ্ঠারূপ শম প্রদান করে, তাহা মদ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমপ্রমত্ততাযুক্তা এবং তাহা মাধুর্য-মর্যাদা ও অপ্রাকৃত রস প্রদান করে; শুদ্ধচিত্তের বিশুদ্ধ আমোদ প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলিত করে এবং চিত্তে উদিত হইয়া প্রেমভক্তির উন্মাদনা বিস্তার করে। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গতম পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী তাঁহার স্তুতিতে কীর্তন করিয়াছেন,—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া * মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে তাঁহার শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-জীবাদি পার্ষদবৃন্দ বহু অমূল্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত "শিক্ষাষ্টক" সেই সকল গ্রন্থের আকর—যেমন চতুঃশ্লোকী ভাগবত হইতে অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকযুক্ত দ্বাদশস্কন্ধাত্মক ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছেন, তদ্রূপ শিক্ষাষ্টক হইতেই উক্ত গোস্বামিবর্গের গ্রন্থ-মহাসমুদ্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শিক্ষাষ্টকের অষ্টশ্লোক অনুশীলনের পূর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূত জীবনী প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনার দ্বারা আত্মশোধনের প্রযত্ন করিতেছি। তাঁহার করুণাতেই তাঁহার শ্লোকসমূহের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

---

* কোন কোন পাঠে শমদয়া দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য শমদয়া ও স-মদয়া উভয়ের অর্থই পূর্বে লিখিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব

নবদ্বীপ-পদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যাকালে সকলঙ্কচন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে অকলঙ্ক সুধাকর শ্রীগৌরহরির তুমুল-হরিধ্বনি-মধ্যে শ্রীজগন্নাথমিশ্রাত্মজরূপে শচীগর্ভসিন্ধু হইতে উদিত হইয়া স্বীয় অঙ্গ-কান্তিতে দশদিক্ আলোকিত করিলেন। এই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরেই বঙ্গের তথা সমগ্র ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র, সুপ্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিশালী নবদ্বীপনগর বিরাজিত ছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীনবদ্বীপরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার আবির্ভাবস্থান যে নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীমায়াপুর, তাহা শ্রীল-প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদকৃত 'নবদ্বীপশতকম্', শ্রীনরহরি চক্রবর্তিকৃত 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়।

আবির্ভাব-কারণ

কলিহত জনগণকে শ্রীহরিনামদ্বারা উদ্ধার, অনর্পিতচর-উন্নতোজ্জ্বল রসাত্মক-কৃষ্ণভক্তিশ্রী প্রদান এবং শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর প্রণয়-মহিমা কি প্রকার, শ্রীমতীর দ্বারা আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য কি প্রকার ও স্বীয় হৃদয়ে স্বসুখ-বাসনা বিন্দুমাত্র না থাকা-সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণানুভবদ্বারা প্রেম-সেবায় কৃষ্ণকে আনন্দিত করিয়া শ্রীরাধিকার হৃদয়ে কৃষ্ণাপেক্ষাও যে অধিক আনন্দ হয়, তাহা কি প্রকার—এই বিষয়ত্রয় শ্রীরাধিকার ভাবে আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভাব।

আবির্ভাবকালে চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে সকলকে শ্রীহরিকীর্তনে নিমগ্ন করান, বাল্যে হরিনাম-কীর্তন শ্রবণে ক্রন্দন বন্ধ করিবার লীলা-প্রদর্শন ও নারী-গণকে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণকীর্তনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন এবং পরিব্রাজক-রূপে দেশে দেশে বনে বনে সর্বত্র কৃষ্ণকীর্তনদ্বারা স্থাবর-জঙ্গম, এমন কি

হিংস্র জন্তুগণকেও প্রেমোন্মত্ত করান প্রভৃতি লীলা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই লক্ষিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনমাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল।

নাম-চতুষ্টয়

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিম্ববৃক্ষের নিম্নে আবির্ভূত অথবা মৃতবৎসা জননীর তনয় বলিয়া নিমাই-নামে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-নামে, বিশ্বকে প্রেমদ্বারা ভরণ ও পোষণ করেন বলিয়া বিশ্বম্ভর-নামে এবং তিনি পূর্ণতম চৈতন্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনদ্বারা সকলের চৈতন্য সম্পাদন করেন বলিয়া সন্ন্যাসগ্রহণান্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে অভিহিত।

শ্রীমায়াপুরে বিবিধ-লীলা

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৮ বৎসর প্রকটলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন; তন্মধ্যে প্রথম ২৪ বৎসর গৃহস্থলীলায় শ্রীমায়াপুরে এবং অবশিষ্ট ২৪ বৎসর সন্ন্যাসিলীলায় নীলাচলে অবস্থান করিয়াছেন। শ্রীমায়াপুরে অবস্থানকালে মহাপ্রভুর **বাল্যে**—ক্রন্দনচ্ছলে নামপ্রচার, মৃত্তিকাভক্ষণচ্ছলে মাতাকে জ্ঞানপ্রদান, অতিথি-বিপ্রকে প্রসাদদ্বারা নিস্তার, চোরের স্কন্ধে চড়িয়া নগরভ্রমণ এবং তাঁহাকে ভুলাইয়া নিজ-গৃহে আনয়ন, ব্যাধিচ্ছলে হিরণ্য-জগদীশের নৈবেদ্য একাদশী-দিনে ভক্ষণ, বিবিধ বালচাপল্য, মাতাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তাহা অপনোদনের নিমিত্ত নারিকেল-আনয়ন, গঙ্গাতীরে কন্যাগণের সহিত পরিহাস, লক্ষ্মী-প্রিয়ার পূজা-গ্রহণ, উচ্ছিষ্টভাণ্ডপূর্ণ গর্তে বসিয়া মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদান ও মাতৃ-আজ্ঞা-পালন; **পৌগণ্ডে**—গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে ব্যাকরণ-অধ্যয়ন, পঞ্জীটীকাতে প্রবীণতা-লাভ ও অভূতপূর্ব প্রতিভা-প্রদর্শন, মাতার প্রতি একাদশীতে অন্নগ্রহণে নিষেধোক্তি, অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা-প্রদান, পিতৃবিয়োগে বিরহকাতরা জননীকে সান্ত্বনা-প্রদান

এবং বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণপূর্বক আদর্শ গৃহস্থরূপে বিষ্ণুপূজা ; **কৈশোরে**—অধ্যাপনা, কাশ্মীরদেশীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব ভট্টকে বিচারে পরাজিত, জাহ্নবীতে মহানন্দে জলকেলি, **পূর্ববঙ্গে** অধ্যাপনা, সাধ্যসাধন-বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় পণ্ডিত তপন মিশ্রকে * শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনের উপদেশ ও বারাণসী-গমনের আজ্ঞাপ্রদান, **লক্ষ্মী**-প্রিয়ার সর্পাঘাতপ্রাপ্তিচ্ছলে অন্তর্ধান, শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্তনানন্তর মাতাকে সান্ত্বনাপ্রদান, বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ ; **যৌবনে**—বিদ্যা, সৌন্দর্য, সদ্বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্তন, প্রেম ও নাম-দান-দ্বারা স্বীয় অপূর্ব শোভা-প্রদর্শন, গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধচ্ছলে প্রেমভক্তির পুষ্ট অঙ্কুর বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী মহা-ভাগবত শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের দর্শন ও তাঁহার নিকটে হরিকথা-শ্রবণ এবং দীক্ষা-গ্রহণের দ্বারা তীর্থযাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য-জ্ঞাপন, দীক্ষান্তে প্রেমভক্তি-প্রকাশ, গৃহে প্রত্যাবর্তনান্তে অধ্যাপনা বন্ধ করিয়া নামপ্রেম-প্রচার, শচী-মাতাকে প্রেমদান, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন, শ্রীবাসভবনে বিষ্ণু-খট্টায় উপবেশনপূর্বক ভগবত্তা-প্রকাশ, শ্রীমায়াপুরে সমাগত শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রথমতঃ ষড়্‌ভুজ, তৎপরে চতুর্ভুজ ও অবশেষে দ্বিভুজ বংশীবদন শ্যামরূপ-প্রদর্শন, শ্রীবাসের পৌরোহিত্যে তদীয় অঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজা-বিধান, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে এক সম্বৎসর ভক্তবৃন্দসহ সংকীর্তন,সাত প্রহরকাল বিষ্ণুখট্টায় অবস্থানপূর্বক মহাপ্রকাশলীলায় শ্রীনৃসিংহ-রামাদি-বিভিন্ন বিষ্ণুবিগ্রহের সেবকগণকে তাঁহাদের উপাস্যবিগ্রহরূপে স্বীয়স্বরূপ-প্রদর্শন এবং বরদান, কাজীর কীর্তন-নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া বিরাট্ নগরসংকীর্তন-শোভাযাত্রা-সহ তদীয় আলয়ে গমন ও তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিয়া উদ্ধার, শ্রীবাসচরণে অপরাধহেতু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত চাপাল-

---

* ইঁহারই পুত্র শ্রীবৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

গোপাল-নামক বিপ্রের প্রার্থনায় তাঁহাকে শ্রীবাসের নিকটে ক্ষমাভিক্ষা করাইয়া রোগমুক্ত করা, শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে দণ্ডপ্রদানের দ্বারা শুদ্ধভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব-প্রদর্শন, মহাপ্রকাশলীলায় মুকুন্দ দত্তকে বাক্যদণ্ডের দ্বারা ধর্মসম্বন্ধীয় তথাকথিত সমন্বয়বাদ নিরাস, নিত্যানন্দ ও হরিদাসের দ্বারা নগরের ঘরে ঘরে হরিনামপ্রচার এবং জগাইমাধাই-উদ্ধার, চন্দ্রশেখর-আলয়ে (যে স্থানে বর্তমান শ্রীচৈতন্যমঠ অবস্থিত) পার্ষদবৃন্দসহ ব্রজলীলার অভিনয়, একদিনেই আম্রবীজ-রোপণ, বৃক্ষসৃজন, ফল-উৎপাদন এবং ভক্তবৃন্দসহ সেই সুপক্ক ফল-আস্বাদন, অপ্রাকৃত-শৃঙ্গার রসরসিক গোপীদের মাহাত্ম্য-প্রদর্শনকল্পে মহাভাবে 'গোপী' 'গোপী' জপ, তাহাতে বাধাপ্রদানকারী পড়ুয়াকে যষ্টিহস্তে তাড়ন এবং স্মার্ত, নাস্তিক, কর্মজড়, পণ্ডিতম্মন্য, বিদ্যাভিমানিগণকে উদ্ধারমানসে সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প প্রভৃতি লীলা লক্ষিত হয়।

সন্ন্যাসগ্রহণান্তে নীলাচলে যাইয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে উদ্ধার

মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসরের শেষে মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাসগ্রহণান্তে শ্রীমদ্ভাগবতপ্রোক্ত 'পূর্বতম মহজ্জনের উপাসিত এই পরমাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম-নিষেবণদ্বারা এই দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ আমি উত্তীর্ণ হইব'—এই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি গান করিয়া প্রেমের প্লাবন প্রদর্শন করেন। তৎপরে কয়েকদিন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে কীর্তনবিলাস করিয়া নীলাচলে শুভ-বিজয় করেন। পথিমধ্যে রেমুণায় শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের চরিত বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর মাহাত্ম্য-কীর্তন করেন। নিত্যানন্দপ্রভু এক-স্থানে মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ করিলে তিনি সঙ্গিগণকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হ'ন এবং শ্রীজগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-

নন্দনরূপে দর্শন পাইয়া শ্রীরাধিকার ভাবে আলিঙ্গন করিতে প্রধাবিত এবং প্রেমে মূর্ছিত হ'ন। উৎকলপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অন্যতম সভা-পণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁহাকে স্বীয় আলয়ে আনয়ন করেন। এইস্থানে মহাপ্রভুর সঙ্গিগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হ'ন। শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্য সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি অদ্বিতীয় বৈদান্তিক ও মায়াবাদী পণ্ডিত ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, শ্রীব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে বিবর্তবাদের পরিবর্তে সুস্পষ্ট-ভাষায় শক্তিপরিণামবাদই স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য সম্পূর্ণ-অবৈদিক মত এবং শ্রীব্যাসের অনভিপ্রেত সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণে ভক্তিই বেদান্তের লক্ষ্য। অচিন্ত্য-ভেদাভেদই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত। তিনি মায়াবাদ খণ্ডনপূর্বক সার্ব-ভৌমকে তাহা হইতে উদ্ধার করতঃ স্বীয় ষড়্ভুজরূপ প্রদর্শন করেন। তৎ-কালে সার্বভৌম শতশ্লোক-রচনার দ্বারা মহাপ্রভুর স্তব করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে শুভ বিজয়

ফাল্গুন-চৈত্র মাসদ্বয় নীলাচলে অবস্থান করিয়া এবং চৈত্রে সার্বভৌমকে উদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু বৈশাখ মাসে কালাকৃষ্ণদাস-নামক একটিমাত্র সঙ্গিসহ দাক্ষিণাত্যে শুভবিজয় করেন। পথ চলিবার কালে প্রেমাপ্লুত-কলেবরে কীর্তন করিতেন,—

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্॥

মহাপ্রভুর শক্তি অচিন্ত্য, যাঁহারই কর্ণে তাঁহার কীর্তন প্রবিষ্ট হইত, তিনিই প্রেমাবিষ্ট হইতেন। স্বীয় সংস্পর্শে আগত জনগণকে মহাপ্রভু আলিঙ্গনদ্বারা **মহাভাগবত** করিয়া আদেশ করিতেন,—

"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

বিভিন্ন মতবাদিগণকে উদ্ধার

এই প্রকারে মহাপ্রভু বহুভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে **মহাভাগবত** ও প্রচারক করিয়া সমগ্র দক্ষিণদেশকে বিভিন্ন মতবাদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি তর্কপ্রধান বৌদ্ধমত তর্কেই খণ্ডন করিয়া সশিষ্য বৌদ্ধাচার্যগণকে কৃষ্ণনাম-প্রদানদ্বারা কৃপা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গৌতমীয়-নৈয়ায়িক, কণাদীয়-বৈশেষিক, জৈমিনীয়-পূর্বমীমাংসক, নিরীশ্বর-কাপিল-সাংখ্যমতবাদী, পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রাবলম্বী এবং কর্মজড়স্মার্ত-গণকেও বিচারে পরাজিত করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এই-জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

"নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥"

—বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধমতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্যবাসিগণকে গৌরচন্দ্র কৃপাচক্রদ্বারা উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

'কূর্ম'-নামক স্থানে 'কূর্ম'-নামক বিপ্রকে এই প্রকারে কৃপা এবং 'বাসুদেব'-নামক একজন গলিতকুষ্ঠযুক্ত ভক্তকে আলিঙ্গনদ্বারা সম্পূর্ণরূপে

রোগমুক্ত ও সুস্থকায় করিয়াছিলেন; তজ্জন্য মহাপ্রভুর একটি নাম হইয়াছিল 'বাসুদেবামৃতপ্রদ'।

শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত হরিকথা-আলাপন

গোদাবরীতীরে রাজমহেন্দ্রীর অপরপারে বিদ্যানগর-নামক স্থানে তৎকালীন-উৎকলাধীন গোদাবরী-প্রদেশের শাসনকর্তা রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া রাত্রিকালে নির্জনে তাঁহার সহিত কৃষ্ণকথা-আলাপের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। শ্রীরামানন্দ শূদ্রকুলোদ্ভূত এবং বাহ্যতঃ প্রদেশপাল হইলেও তাঁহার অন্তর যে প্রেমভক্তিতে প্লাবিত ছিল, তাহা মহাপ্রভুর সহিত আলাপে প্রকাশ পাইল। সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্র-দর্শন-স্পর্শন বেদনিষিদ্ধ হইলেও মহাভাগবত কখনও বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহেন এবং যে-কোনকুলে আবির্ভূত বা যে কোন আশ্রমে অবস্থিত হইলেও সর্বদা প্রকৃষ্টসঙ্গযোগ্য,—এই শিক্ষা প্রদর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু রায়কে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুকর্তৃক সাধ্যনির্ণয়াত্মক শ্লোক-পাঠে আদিষ্ট হইয়া শ্রীরামানন্দ প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমধর্মরূপ সজ্জন-সামান্য ধর্ম, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, আসক্তিশূন্য কর্ম ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি-সম্বন্ধীয় শ্লোকমালা পাঠ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—এই সকল বাহ্য। তখন রায় যথাক্রমে জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তি, শুদ্ধকৃষ্ণরতিরূপা প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং অবশেষে কান্তভাবগত মধুরপ্রেম-সম্বন্ধীয় বিচার শ্লোকসমূহকীর্তন করিয়া মহাপ্রভুর আনন্দবিধান করিলেন। মহাপ্রভু সখ্য ও বাৎসল্য-রতিকে উত্তম এবং মধুর-রতিকে সর্বোত্তম বলিলেন। অতঃপর রায় মহাপ্রভুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীরাধিকার প্রেম, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, শ্রীরাধাস্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ, প্রেমতত্ত্ব ও সর্বশেষে প্রেম-বিলাসবিবর্তরূপ-বিপ্রলম্ভগত-অধিরূঢ়-মহাভাবময় স্বকৃত একটি গীত এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবারূপ পরমসাধ্যবস্তু পাইবার উপায়স্বরূপ ব্রজগোপীর

আনুগত্য বর্ণন করিলেন এবং মহাভাবস্বরূপ মহাপ্রভুকে রাধালিঙ্গিত রসরাজ শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। মহাপ্রভু হস্তস্পর্শে রায়ের মূর্ছা অপনোদনপূর্বক তাঁহাকে শীঘ্র রাজকার্য-পরিত্যাগ করতঃ নীলাচলে গমনের আদেশ করিয়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কভুরে গোদাবরীতটে গোষ্পদঘাটে শ্রীচৈতন্য-দেবের পদচিহ্ন স্থাপনপূর্বক শ্রীচৈতন্য-রায়রামানন্দ-সংবাদের মর্মবাণী প্রচারদ্বারা ভগবৎপার্ষদবরের স্মৃতিরক্ষার্থ তদীয় নামাঙ্কিত **শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের** উদ্বোধন করিয়াছেন।

শ্রীরঙ্গমে ব্যেঙ্কট ভট্টের আলয়ে

বিভিন্ন তীর্থ পাদস্পর্শ ও কৃষ্ণকীর্তনের দ্বারা ধন্য করিয়া মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর পিতা শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের আলয়ে চাতুর্মাস্যকাল অবস্থানপূর্বক ব্রজগোপীর আনুগত্য না করায় লক্ষ্মীদেবীর পক্ষেও রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় নাই, জানাইয়া কৃষ্ণসেবার মধুরতা প্রদর্শনপূর্বক সগোষ্ঠী ব্যেঙ্কটভট্টকে কৃষ্ণভক্ত করিলেন। ইঁহারা পূর্বে রামানুজীয় বৈষ্ণব ছিলেন।

পণ্ডিতগণের দ্বারা উপহসিত হইয়াও শ্রীরঙ্গমে জনৈক ব্যাকরণজ্ঞান-হীন অশুদ্ধ-উচ্চারণকারী ব্রাহ্মণ গুরুর আজ্ঞাক্রমে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অষ্টাদশ-অধ্যায়ি-গীতা সম্পূর্ণ আবৃত্তি করতঃ প্রেমাপ্লুত হইতেন। মহা-প্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে তিনি বলিয়াছিলেন যে, গীতাপাঠকালে তিনি অর্জুনের রথে উপদেশদানরত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন এবং তাহাতেই তাঁহার অশ্রুকম্পাদির উদয় হয়। তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু আনন্দিত হইয়া বলিবেন যে, ভক্তিযোগেই মাত্র গীতাপাঠের অধিকার হয়, পাণ্ডিত্যের গর্বে নহে, সুতরাং তাঁহার গীতাপাঠই সার্থক।

দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্থানে

মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গম হইতে ঋষভপর্বতে গিয়া শ্রীমৎ পরমানন্দপুরী গোস্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। তৎপরে শ্রীপুরী গোস্বামী পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলে মহাপ্রভু সেতুবন্ধ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। শ্রীশৈলপর্বতে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীবেষে অবস্থিত শিবদুর্গার সহিত আলাপন করিলেন এবং তথা হইতে কামকোষ্টিপুরী অতিক্রম করিয়া মাদুরা বা দক্ষিণ-মথুরায় পৌঁছিলেন। রাবণ জগন্মাতা সীতাকে হরণ করিয়াছে, এই সংবাদে তথায় দুঃখসাগরনিমগ্ন রামভক্ত বিরক্ত ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভু জানাইলেন যে, রাবণের আগমনে ভগবানের স্বরূপশক্তি সীতাদেবী আত্মগোপনপূর্বক তাঁহাকে স্বীয়-ছায়া (মায়াসীতা) মাত্র প্রদান করিয়া বঞ্চনা করিয়াছিলেন। ভগবানের স্বরূপশক্তি স্পর্শ করিবার অধিকার রাবণের নাই। মাদুরা হইতে মহাপ্রভু কৃতমালায় যাইয়া স্নানান্তে মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দর্শন করিলেন। তথা হইতে ধনুস্তীর্থ হইয়া রামেশ্বরে শুভবিজয় করিলেন। রামেশ্বরে কূর্মপুরাণে মায়াসীতা-সম্বন্ধীয়, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত পাইয়া পত্রটি সংগ্রহপূর্বক মাদুরায় পূর্বোক্ত রামদাস বিপ্রকে আনিয়া দিয়াছিলেন। পরে বহু তীর্থ-দর্শনান্তে কন্যাকুমারী হইয়া মল্লারদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভট্টথারিদের কবলে পতিত সঙ্গী কালাকৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পয়স্বিনীতীরে ব্রহ্মসংহিতা সংগ্রহ করিয়া ক্রমে উড়ুপীতে মধ্বাচার্যের স্থাপিত গোপাল দর্শন করিলেন এবং তত্ত্ববাদী মাধ্বগণের কর্মকাণ্ডীয় বিচার খণ্ডন করিয়া নবধা ভক্তির অভিধেয়ত্ব এবং কৃষ্ণপ্রেমার প্রয়োজনত্ব স্থাপন করিলেন। উড়ুপী হইতে যাত্রা করিয়া কয়েকটি তীর্থ-দর্শনান্তে পাণ্ডরপুরে উপস্থিত হইয়া অগ্রজ শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তির সংবাদ পাইলেন। পরে কৃষ্ণবেণ্বাতীরে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ সংগ্রহপূর্বক কতিপয় তীর্থদর্শন করিয়া দণ্ডকারণ্যে সপ্ততাল উদ্ধার করিলেন।

অতঃপর বহুতীর্থ-দর্শনান্তে বিদ্যানগর ও আলালনাথ হইয়া শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

নীলাচলে প্রত্যাবর্তন

নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের আলয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু কাশী হইতে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, গোবিন্দ, কাশীশ্বর-প্রমুখ বহু ভক্ত বিভিন্ন স্থান হইতে মহাপ্রভুর নিকটে সমবেত হইলেন। পঞ্চপুত্রসহ শ্রীল রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায়, শিখি মাহিতি এবং কানাই খুঁটিয়া-প্রমুখ বহু উৎকলবাসী ভক্ত মহাপ্রভুর পদাশ্রয় করিলেন। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীরায়-রামানন্দ-প্রমুখ পার্ষদবৃন্দের বহু অনুরোধ-সত্ত্বেও মহাপ্রভু প্রথমতঃ উৎকলাধিপ প্রতাপরুদ্রকে দর্শনদানে স্বীকৃত হইলেন না, পরে রথযাত্রাকালে নৃপতির শ্রীজগন্নাথদেবের পথসম্মার্জন ও প্রেম-সেবা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা সমুদ্রস্নান ও জগন্নাথদেব-দর্শন করিতেন। অনবসরকালে* জগদীশের দর্শন না পাইয়া বিরহে আলালনাথে গমন করিতেন এবং গৌড়ীয়ভক্তবৃন্দের নীলাচলে আগমনবার্তা অবগত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ভক্তবৃন্দসহ গুণ্ডিচা-মার্জন, রথাগ্রে নৃত্য-কীর্তনাদি উৎসবসমূহ করিতেন। তাঁহা হইতে পুরীর এই উৎসবদ্বয়ে (গুণ্ডিচা-মার্জন ও রথযাত্রায়) ব্রজগোপীগণের উন্নতোজ্জ্বল-প্রেমের

---

* শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় এবং রথযাত্রা আষাঢ়-শুক্ল-দ্বিতীয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এই তিথিদ্বয়ের মধ্যবর্তী পক্ষকাল শ্রীজগন্নাথদেব মহালক্ষ্মীর সহিত বিলাস-নিমগ্ন থাকিয়া দর্শন দেন না। তাহাই 'অনবসরকাল'-নামে খ্যাত।

আলোক লক্ষিত হইতেছে। রথযাত্রা হইতে পঞ্চম দিনে "হেরা পঞ্চমী"-উৎসব হয়। মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ তাহা দর্শনকালে লক্ষ্মীদেবীর মান-প্রসঙ্গে শ্রীস্বরূপদামোদরের দ্বারা ব্রজরামাগণের প্রেমের অসমোর্দ্ধত্ব-জ্ঞাপন করেন। গৌড়দেশবাসী ভক্তবৃন্দ চাতুর্মাস্যকাল মহাপ্রভুর পদান্তিকে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকথা-আলোচনান্তে তদীয় আদেশে বঙ্গ-দেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন।

বঙ্গে বিজয়

দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বর্ষদ্বয় নীলাচলে ভক্তবৃন্দসহ কীর্তনবিলাস করিয়া মহাপ্রভু তৃতীয় বৎসর তদানীন্তন স্বাধীন বঙ্গের সাকরমল্লিক-উপাধিক প্রধান মন্ত্রী ও দবিরখাস-উপাধিক রাজস্ব-সচিবের পুনঃ পুনঃ দৈন্যপূর্ণ পত্র পাইয়া বঙ্গদেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। উক্ত মন্ত্রিদ্বয়কে তিনি যথাক্রমে সনাতন ও রূপ-নাম প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গদেশে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক মহাপ্রভু-দর্শনে আসিতেন। তিনি কুলিয়াতে (বর্তমান সহর নবদ্বীপে) বহু অপরাধীর অপরাধ-মোচন এবং শান্তিপুর সংকীর্তন-বন্যায় প্লাবিত করিয়া মালদহ জেলার অন্তর্গত এবং বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ের উপকণ্ঠে অবস্থিত রামকেলিতে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে দর্শনপ্রদান করতঃ শীঘ্র রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ব্রজপ্রেম-প্রচার-সহায়তায় যোগদানের আদেশ করিলেন। তৎপরে মন্দারে মধুসূদন-দর্শনান্তর কানাইএর-নাটশালা-পর্যন্ত শুভবিজয় এবং বহুলোক-সংঘট্টহেতু শ্রীবৃন্দাবনে না যাইয়া তথা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ঝারিখণ্ডের পথে ব্রজে বিজয়

কিছুকাল পরে মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্য ও তৎসঙ্গী একজন ব্রাহ্মণকে মাত্র অঙ্গীকার করিয়া ঝারিখণ্ডের বনপথে ব্যাঘ্র, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতি

হিংস্র জন্তুগণকে প্রেমে উন্মত্ত করিয়া এবং খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধযুক্ত ব্যাঘ্র ও হরিণযূথগণকে একসঙ্গে নৃত্য করাইয়া মথুরায় উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে কাশীতে তপনমিশ্র-বৈদ্যচন্দ্রশেখরপ্রমুখ ভক্তবৃন্দের নিকটে কয়েকদিন অবস্থান করতঃ বঙ্গের নবাব হোসেনশাহ-কর্তৃক বলপূর্বক মুখে জল নিক্ষিপ্ত হইবার অপরাধে কর্মজড়স্মার্ত পণ্ডিতগণকর্তৃক বারাণসীতে তপ্তঘৃত-পানে প্রাণত্যাগ-প্রায়শ্চিত্তের আদেশপ্রাপ্ত সুবুদ্ধিরায়কে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণনামেই প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সকল পাপ বিনষ্ট হয়—এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনপূর্বক মথুরাতে একান্তভাবে নামভজনের উপদেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড-আবিষ্কার

মহাপ্রভু মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া দ্বাদশবনাত্মক-চৌরাশী-ক্রোশ-ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমণপূর্বক প্রেমভরে শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থানসমূহ দর্শন করিয়াছেন এবং আরিট্-গ্রামে ধান্যক্ষেত্রে পরিণত লুপ্ত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড আবিষ্কারপূর্বক কুণ্ডদ্বয়ের মাহাত্ম্য-কীর্তন-সহযোগে তথাকার জল মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনস্থান। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ ১০৮শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই স্থানে শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ ও শ্রীব্রজস্থানন্দসুখদকুঞ্জ স্থাপন করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর আদেশক্রমে তাঁহার শ্রীরূপ-সনাতনাদি পার্ষদবৃন্দ ব্রজ-মণ্ডলের বহু লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"-গ্রন্থে (মধ্য ১৭।২২৬-২২৮) লিখিয়াছেন,—

"নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ-মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শত-গুণ॥

সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দরশনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে, ভ্রমেণ যবে বনে॥
অন্য-দেশে প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন'-নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥"

শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে

শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে মহাপ্রভু গঙ্গার তীরবর্তী সোরোক্ষেত্রের নিকটে কয়েকটি পাঠান সৈন্যকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পল্লী সেই হইতে পাঠান-বৈষ্ণবের গ্রাম-নামে পরিচিত। তৎপরে মহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীরূপকে অভিধেয়তত্ত্ব এবং বারাণসীতে শ্রীসনাতনকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই-স্থানে সুপ্রসিদ্ধ মায়াবাদী সন্ন্যাসী **প্রকাশানন্দকে** বিচারে পরাজিত করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তে আলোকিত ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন।

মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলে ভক্তবৃন্দের আনন্দের আর সীমা রহিল না। রাজা প্রতাপরুদ্রও অতিশয় উল্লসিত হইলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণান্তে ছয় বৎসরকাল সমগ্র ভারতে পদব্রজে ভ্রমণপূর্বক প্রেমভক্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন। তখন উৎকল ও তদধীন গোদাবরী-প্রদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশই কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়া মুসলমান-শাসনাধীনে ছিল। পথ অনেকস্থলে দুর্গম ছিল এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই ছিল। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেমের এমনই মহীয়সী শক্তি যে, তাহার নিকটে হিংস্র বন্যপশুও বশীভূত হয়। তদ্ব্যতীত স্বয়ং ভগবানের শক্তির নিকটে সকলশক্তি পরাভূত। তজ্জন্য কেহই মহাপ্রভুর পথরোধ করিতে পারে নাই বা পথিমধ্যে কোন প্রকারের বিপদ্ উপস্থিত হয় নাই। "গৌর আমার যে-সব স্থানে করিল ভ্রমণ রঙ্গে। সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে॥"—ভক্তবৃন্দকে শ্রীগৌর-পার্ষদের এই বাণী-অনুসরণের সুযোগ দিয়া অস্মদীয় ইষ্টদেব

ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত কতিপয় স্থানে শুদ্ধভক্তিমঠ এবং বহুস্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিয়াছেন।

প্রকটলীলার শেষ অষ্টাদশ-বর্ষ

নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে প্রকটলীলার অবশিষ্ট অষ্টাদশবর্ষ মহাপ্রভু নীলাচলেই ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি প্রথম ছয় বৎসর ভক্তবৃন্দসহ পুরীর বিভিন্নস্থানে সংকীর্তন এবং শেষ দ্বাদশ-বৎসর শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরায়রামানন্দ-সহ গম্ভীরার নিভৃত প্রকোষ্ঠে বিপ্রলম্ভভরে নিরন্তর রস আস্বাদন করিতেন। তৎকালে পশ্চিম ভারতে প্রচারের ভার সনাতন শ্রীরূপ-সনাতনের এবং বঙ্গদেশে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর উপর ন্যস্ত ছিল।

প্রেমকল্পতরুর নবমূল

শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীবিষ্ণুপুরী, শ্রীকেশবপুরী, শ্রীকৃষ্ণানন্দপুরী, শ্রীসুখানন্দপুরী, শ্রীকেশবভারতী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ—এই নয়জন সন্ন্যাসী প্রেমকল্পতরুর নবমূল। মহাপ্রভু ইঁহাদিগকে গুরুর গৌরব-আসন প্রদান করিলেও ইঁহারা মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ জানিয়া সর্বদাই নিজদিগকে তাঁহার দাস জ্ঞান করিতেন।

শিক্ষাষ্টকে কি কি উপদেশ আছে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের সপ্তবিধ ফল, দ্বিতীয় শ্লোকে নামে শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তি-অর্পিতত্ব এবং নামভজনের সুলভত্ব; তৃতীয় শ্লোকে নামভজনের প্রণালী—তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরু-অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিধেয়, চতুর্থ শ্লোকে কৃষ্ণপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি-প্রার্থনা; পঞ্চম শ্লোকে সাধকের স্ব-স্বরূপে চিদ্বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তদীয় পাদপদ্মের ধূলিকণারূপে গৃহীত হইবার যাচ্ঞা, ষষ্ঠ শ্লোকে প্রেমের বাহ্য লক্ষণ, সপ্তম শ্লোকে প্রেমের অন্তর্লক্ষণ ও বিপ্রলম্ভরস এবং অষ্টম শ্লোকে সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির নিষ্ঠা অর্থাৎ একান্ত কৃষ্ণপরতন্ত্রতা উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
শারদীয়া-রাসপূর্ণিমা, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—
শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

(নামতত্ত্ব)

চরম সাধন কি ?

চেতোদর্পণমার্জনং
ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-
বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং
প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং
বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥

অন্বয়। চেতোদর্পণমার্জনং (চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনা অর্থাৎ মালিন্য-মুক্তকারী) ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণং (সংসার-রূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাণ কারী) শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং (জীবের শ্রেয়ঃ অর্থাৎ প্রকৃত-মঙ্গলরূপ কুমুদ-প্রকাশক-স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না-বিতরণকারী) বিদ্যাবধূজীবনম্ (বিদ্যারূপিণী বধূর জীবন-স্বরূপ) আনন্দাম্বুধিবর্ধনং (আনন্দ অর্থাৎ প্রেমরূপী সমুদ্রের উচ্ছলনকারী) প্রতিপদং (পদে পদে, প্রতিক্ষণে) পূর্ণামৃতাস্বাদনং (পূর্ণ-

প্রেমামৃতাস্বাদন-স্বরূপ) সর্বাত্মস্নপনং (সর্ব আত্মার অর্থাৎ দেহ, ধৃতি, জীব ও স্বভাবের সর্বতোভাবে নির্মল ও শীতলকারী) পরং (সর্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়) শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনং বিজয়তে (শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন্) ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাণ-কারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন-স্বরূপ এবং সর্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন্ ॥ ১ ॥

শ্রীচরিতামৃত

নামসঙ্কীর্তনে হয় সর্বানর্থ-নাশ।
সর্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥
সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন ॥
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥ ১ ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।১১, ১৩,১৪)

সম্মোদন-ভাষ্যম্

(শ্রীল সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-বিরচিতম্)

পঞ্চতত্ত্বান্বিতং নিত্যং প্রণিপত্য মহাপ্রভুম্।
নাম্না সম্মোদনং শিক্ষাষ্টকভাষ্যং প্রণীয়তে ॥

"ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।

তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥" ভাঃ ২।২।৩৪

ইতি সিদ্ধান্তবাক্যেন কেবলং ভক্তেঃ পরমার্থপ্রদত্বং সিধ্যতি নান্যেষাং কর্মজ্ঞানাদীনাম্। শাস্ত্রার্থাবধারণময়ীং ভগবল্লীলামাধুর্যলোভময়ীং বা শ্রদ্ধাং বিনা শুদ্ধা ভক্তির্লভ্যা ন ভবতি। জাতায়ামপি তথাভূতশ্রদ্ধায়াং সৎসঙ্গেন বিনা শ্রবণকীর্তনলক্ষণা হরিকথা ন সম্ভবতি। "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ" ইত্যাদিনা সৎসঙ্গপ্রভাবেন ভগবন্নামরূপগুণলীলানুকীর্তনং স্যাৎ, শ্রীমন্মহাপ্রভুশিক্ষায়াং সর্বাদৌ তস্য মাহাত্ম্যং নিগদিতম্। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনস্য সর্বমঙ্গলস্বরূপত্বাৎ চতুর্থপাদান্তর্গত-পরমিতি শব্দেন শ্রদ্ধাসৎসঙ্গানন্তরং ভজনক্রিয়ান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনমেবাত্র বোদ্ধব্যম্; ন তু প্রতিবিম্বভক্ত্যাভ্যাসান্তর্গতহরিসংকীর্তনম্। অত্রাষ্টকে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন-বিচারগর্ভজীবকর্তব্যতা স্বকীয়বচনব্যাজেনোক্তা। অস্মিন্ ভাষ্যে তত্তদ্বিষয়বিচারোঽপি সংক্ষেপেণ বক্তব্যঃ। শুদ্ধবৈষ্ণব-জনপরিসেবিতচরণঃ শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বদতি শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনং বিজয়ত ইতি। মায়াশক্তিপ্রসূতপ্রাপঞ্চিকে বিশ্বে কথং কৃষ্ণকীর্তনং বিজয়তে ? শ্রূয়তাম্। "একমেবাদ্বিতীয়মি"তি শ্রুতেঃ পরমতত্ত্বস্যৈকত্বং, "নেহ নানাস্তি-কিঞ্চন" ইতি শ্রুতিবচনাত্তস্য নির্বিশেষত্বং "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মে"তি নিগমবচনাত্তস্যৈব সর্বদা সবিশেষত্বং সিদ্ধম্। যুগপৎ সবিশেষ-নির্বিশেষৌ সিদ্ধৌ সবিশেষস্য প্রতীতিরেব, সুতরাং বলবতী নির্বিশেষস্যো-পলব্ধ্যভাবাৎ। অস্মত্তত্ত্বাচার্যাঃ শ্রীমজ্জীবচরণা বদন্তি। একমেব পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীবপ্রধানরূপেণ চতুর্ধাব-তিষ্ঠতে। সূর্যান্তরমণ্ডলস্থিততেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতি-চ্ছবিরূপেণ। অত্রেদমেবোক্তং ভবতি। ভগবানেব পরমং তত্ত্বম্। স এব শক্তিমান্। "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" ইতি ব্রহ্মসূত্রাৎ তয়োরভেদঃ। কিন্তু

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইতি বেদবাক্যেন তয়াঽচিন্ত্যশক্ত্যা দুর্ঘট-ঘটকত্বমপি সিধ্যতি। অতো নিত্যভেদোঽপ্যনিবার্যঃ, স তু কেবলাদ্বৈত-বাদযুক্ত্যা ন নিবর্তনীয়ঃ। সা পরা শক্তিরন্তরঙ্গাতটস্থাবহিরঙ্গাভেদেন ত্রিধাবভাসতে। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যা পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ তত্তত্ত্বং সর্ব-কল্যাণগুণাশ্রয়তয়া ভগবদ্রূপেণ নিত্যং বিরাজতে। তল্লীলাসম্পাদনার্থং তদানুকূল্যময্যা তয়া স্বরূপশক্ত্যা তত্তত্ত্বং বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণাব-তিষ্ঠতে। পুনস্তটস্থশক্ত্যা রশ্মিপরমাণুস্থানীয়-চিদেকাত্মজীবরূপেণ তদেব বর্ততে। বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া শক্ত্যা প্রতিচ্ছবিগত-বর্ণশাবল্যস্থানীয়-তদীয়-বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্মপ্রধানরূপেণাপি তল্লক্ষ্যতে। এবম্প্রকারেণ জীব-জড়-বৈকুণ্ঠ-ভগবৎস্বরূপাণামচিন্ত্যভেদাভেদৌ জ্ঞেয়ৌ। জীবস্যাপি তদেকদেশত্বং তদাশ্রয়ত্বাৎ। বহিশ্চরত্বং তজ্জ্ঞানাভাবাৎ। ছায়য়া রশ্মিবৎ মায়য়াভিভা-ব্যত্বাচ্চ ব্যপদিশ্যতে। তচ্ছক্তিত্বঞ্চ তয়ৈব তদীয়-লীলোপকরণত্বাৎ। তটস্থ-শক্তিস্বভাবাত্তস্য মায়াভিভাব্যত্বমপি সম্ভবতি। মায়াবশতাপন্নানাং তেষাং জীবানাং সংসারদুঃখম্। স্বরূপশক্তিসম্বন্ধান্মায়াস্বর্ধানে সংসারনাশঃ স্বস্বরূপা-বস্থিতিশ্চ। মায়ামুগ্ধানাং জীবানাং পুনঃ পুনঃ সংসারক্লেশানুভবানন্তরং যদা সৎপ্রসঙ্গাৎ শাস্ত্রতাৎপর্যে বিশ্বাসো ভগবন্মাধুর্যে লোভো বা জায়তে, তদা তেষাং স্বরূপশক্তেহ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতায়াং ভক্তাবধিকারো ভবতি। জাতয়া শ্রদ্ধয়া গুরুচরণাশ্রয়রূপসৎসঙ্গপ্রভাবাৎ তত্ত্বশ্রবণং ঘটতে। শ্রবণা-নন্তরং যদা তৎকীর্তনং ভবতি, তদা মায়াদমনপ্রক্রিয়ারূপ-জীবস্বরূপ-বিক্রম এব লক্ষ্যতে। প্রপঞ্চে হরিকীর্তনবিজয়স্যৈষা প্রক্রিয়া। এবম্ভূতকৃষ্ণ-কীর্তনাজ্জীবস্য সপ্তপ্রকারফলসিদ্ধিরপি দর্শিতা চেতোদর্পণমার্জনমিত্যা-দিনা। তান্যেব পৃথক্ পৃথক্ বিবেচয়িষ্যামি॥ * ॥ চেতোদর্পণমার্জন-মিত্যাদিনা জীবস্য স্বরূপতত্ত্বং বিবৃতম্। তথা শ্রীমজ্জীবচরণাঃ—জীবাখ্য-সমষ্টিশক্তিবিশিষ্টস্য পরমতত্ত্বস্য খল্বংশ একো জীবঃ। স চ তেজোমণ্ডলস্য

বহিশ্চররশ্মিপরমাণুরিব পরমচিদেকরসস্য তস্য বহিশ্চরচিৎপরমাণুঃ। তথা শ্রীমদ্বেদান্তভাষ্যকারোঽপি,—বিভুচৈতন্যমীশ্বরোঽন্যচৈতন্যং জীবঃ, নিত্যং জ্ঞানাদিগুণকত্বম্ অস্মদর্থত্বং চোভয়ত্র জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য রবেঃ প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্। তত্রেশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্, প্রকৃত্যাদ্যনুপ্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধৎ। ভক্তিব্যঞ্জ্য একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্। জীবাস্ত্বনেকাবস্থা বহবঃ। পরেশবৈমুখ্যাত্তেষাং বন্ধস্তৎসাম্মুখ্যাত্তু তৎস্বরূপ-তদ্গুণাবরণরূপদ্বিবিধবন্ধনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদি - সাক্ষাৎকৃতিরিতি। এতেন জীবস্যাণুত্বং চিৎস্বরূপত্বং শুদ্ধাহঙ্কারশুদ্ধচিত্তশুদ্ধদেহবিশিষ্টত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্। পরেশবৈমুখ্যাদ্ বহিরঙ্গভাবাবিষ্টত্বাচ্চ শুদ্ধাহঙ্কারগতশুদ্ধচিত্তস্যাবিদ্যামলদূষণমপি সূচিতম্। জীবস্য শুদ্ধস্বরূপে যৎ শুদ্ধচিত্তং তস্মিন্মায়াবরণরূপাঽবিদ্যামলদূষিতে সতি চিত্তদর্পণস্য কার্যাক্ষমত্বং সুতরাং ঘটতে। ততঃ কারণাৎ স্বরূপযাথাত্ম্যদর্শনং ন সম্ভবতি। কিন্তু হ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতা ভক্তির্যদা প্রবর্তেত তদা শ্রবণানন্তরং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনং প্রাদুর্ভূয় সর্বাণ্যবিদ্যামলানি দূরীকরোতি। তদা প্রকটিতশুদ্ধচিত্তো জীবঃ শুদ্ধাহঙ্কারযুক্তঃ পরেশজীবপ্রকৃতিকালকর্মাত্মকং পঞ্চতত্ত্বং স্বচিত্তদর্পণে যথাযথং পশ্যতীতি ভাবঃ॥ * ॥ চিত্তদর্পণে মার্জিতে সতি স্বরূপযাথার্থ্যদর্শনাৎ স্বধর্মদর্শনমপি ঘটতে। স্বধর্মঃ ভগবদ্দাস্যমিতি। তৎপ্রবৃত্তৌ সংসারপ্রবৃত্তিস্তু কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তিরূপেণ পরিণমতি। ভবঃ জীবস্য প্রপঞ্চজন্ম। স এব মহাদাবাগ্নিস্তন্নির্বাপণং নির্বাপণং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনং বিনা ন ভবেদিতি ভাবঃ॥ * ॥ স্বধর্মজ্ঞানে লব্ধে সতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনং কিং সমাপ্যতে? নহি নহি। হরিকীর্তনস্য নিত্যধর্মত্বে সিদ্ধে তস্যৈব স্বরূপগতধর্মাঙ্গত্বমিতি বদন্ শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণমিতি বিশেষণং ব্যবহরতি। মায়ামুগ্ধজীবানাং মায়াভোগ এব প্রেয়স্ততো দুর্নিবারঃ সংসারঃ। মায়াবৈতৃষ্ণ্যপূর্বিকা শ্রীকৃষ্ণসেবা তু তেষাং শ্রেয়ঃ। শ্রেয় এব কৈরবং কুমুদং তৎপ্রকাশিকা ভাবচন্দ্রিকা

তাং বিতরয়তি। "ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা" ইতি ন্যায়েন শ্রদ্ধাবতাং শ্রবণকীর্তনাদ্যাভাসভক্ত্যা শুদ্ধা ভক্তিঃ প্রাদুর্ভবতি। অত্র চন্দ্রোপমা তু তন্নিঃস্বত্বামৃতকল্পনয়েতি ॥ * ॥ নন্থ শুদ্ধভক্তিলব্ধানাং কদা স্ব-স্বরূপপ্রাপ্তিরিতি পূর্বপক্ষমাকলয্য "বিদ্যাবধূজীবনমিতি" বদতি শ্রীগৌরচন্দ্রঃ। ভগবচ্ছক্তির্বস্তুত একা। তস্যা দ্বে বৃত্তী বিদ্যাঽবিদ্যা চ। বিদ্যয়া সা যোগমায়া স্বরূপশক্তিরিতি পরিচীয়তে। অবিদ্যয়া সা জড়প্রসবিনী জীবস্বরূপগুণাবরণকারিণী চ। শ্রবণকীর্তনাদিসাধনসময়ে যদা শুদ্ধা ভক্তিরুদেতি তদা স্বস্যাঽবিদ্যত্বং পরিহৃত্য বিদ্যয়া চিদিতরবিতৃষ্ণাজননী সাপি জীবস্য স্থূললিঙ্গময়মৌপাধিকদেহদ্বয়ং বিনাশ্য তস্য স্বরূপগতং শুদ্ধচিদ্দেহং অধিকারভেদেন মধুররসাস্বাদনায়তনং গোপিকাদেহমপি প্রকটয়তি। অতঃ কৃষ্ণসংকীর্তনস্য বিদ্যাবধূজীবনত্বং সিদ্ধং ভবতি। স্বরূপশক্তেঃ শ্রীকৃষ্ণবধূত্বং লীলাবিলাসবর্ণনাদৌ দ্রষ্টব্যম্ ॥ * ॥ স্থূললিঙ্গময়মায়িকশরীরে গতে সতি জীবস্যাণুত্বং নির্মলং ভবতি। তদা তস্য সুখমপি পরমাণুস্বরূপত্বাৎ ক্ষুদ্রং ভবতীতি পূর্বপক্ষমাশঙ্ক্য শ্রীশচীনন্দনঃ শিক্ষয়তি "আনন্দাম্বুধিবর্ধনমি"তি। তদবস্থায়াং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনং তস্য জীবস্য স্বাভাবিকমানন্দং হ্লাদিনীসারবৃত্ত্যানন্ত্যেন সম্বর্ধয়তি। শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তজীবোঽপ্যনন্তানন্দং লভতে ইতি ভাবঃ ॥ * ॥ তদবস্থায়াং চিদেকরসঃ সন্ জীবঃ প্রতিপদং পদে পদে অনুরাগেণ পূর্ণামৃতাস্বাদনং লভতে। নিত্যনূতনবিগ্রহে ভগবতি তৃষ্ণানিবৃত্ত্যভাবাৎ নিত্যনূতনরসসম্ভোগোঽপি ঘটনীয়ঃ ॥ * ॥ ভোগচেষ্টায়া অপি শুদ্ধপ্রেমবিরোধিত্বাৎ, কথং তদবস্থায়াং নির্মলানন্দলাভঃ স্যাদিতি বিচিন্ত্য শ্রীসন্ন্যাসিচূড়ামণিঃ "সর্বাত্মস্নপনমি"তি বিশেষণং যোজয়তি। তদবস্থায়াং কৃষ্ণানন্দস্য নৈর্মল্যাৎ স্বকামভোগাদিবাঞ্ছারহিতোঽয়ং জীবঃ স্বভাবতো হ্লাদিনী-মহাভাবময়ী-শ্রীমতী-রাধিকা-পরিচারিকাস্বরূপেণ যুগলবিলাসবিষয়ান্ সর্বানন্দান্ সমশ্নুতে। অত্র সর্বাত্ম-

স্মপনমিতি পদদ্বয়েন মুক্তস্য সাযুজ্যান্তর্গত-ব্রহ্মলয়দোষাণাং স্বীয়কাম সম্ভোগাদিদোষাণাঞ্চ সম্পূর্ণধোতিরিতি পরিজ্ঞেয়ম্ ॥ * ॥ এতৎ সপ্তগুণকং সচ্চিদানন্দস্বরূপ-যুগলপ্রেমবিচিত্রলীলাপরং শ্রীকৃষ্ণস্য সংকীর্তনং বিজয়তে বিশিষ্টতয়া সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে ॥ ১ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত

গীতি

(ঝাঁপি-লোফা)

পীতবরণ কলিপাবন গোরা।
গাওয়ই ঐছন ভাব-বিভোরা ॥
চিত্তদর্পণ-পরিমার্জনকারী।
কৃষ্ণকীর্তন জয় চিত্তবিহারী ॥
হেলা-ভবদাব-নির্বাপণবৃত্তি।
কৃষ্ণকীর্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি ॥
শ্রেয়ঃ-কুমুদবিধু-জ্যোৎস্না-প্রকাশ।
কৃষ্ণকীর্তন জয় ভক্তিবিলাস ॥
বিশুদ্ধ-বিদ্যাবধূ-জীবনরূপ।
কৃষ্ণকীর্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ ॥
আনন্দ-পয়োনিধি-বর্ধন-কীর্তি।
কৃষ্ণকীর্তন জয় প্লাবন-মূর্তি ॥
পদে পদে পীযূষ-স্বাদ-প্রদাতা।
কৃষ্ণকীর্তন জয় প্রেমবিধাতা ॥
ভক্তিবিনোদ-স্বাত্মস্নপন-বিধান।
কৃষ্ণকীর্তন জয় প্রেমনিদান ॥ ১ ॥

(গীতাবলী)

বিবৃতি

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনায় নমঃ

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনকারী শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনবিগ্রহ
শ্রীগৌরসুন্দরের জয় হউক।

অনন্তপ্রকার সাধনভক্তির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বহুসংখ্যক ভক্ত্যঙ্গের বর্ণন আছে। প্রধানতঃ ভক্তিসাধনে চতুঃষষ্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বৈধ ও রাগানুগবিচারে কথিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ-উক্তিতেও আমরা শুদ্ধভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"শ্রীনামসঙ্কীর্তনই সকলপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান।"

তত্ত্ববিদ্‌গণ চিন্মাত্রাবলম্বনে অর্থাৎ কেবল-জ্ঞানদ্বারা অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুকে 'ব্রহ্ম', সচ্চিদ্‌বৃত্তিদ্বারা সেই বস্তুকে 'পরমাত্মা' এবং সচ্চিদানন্দ-সর্বশক্তি-ক্রমে সেই বস্তুকে 'ভগবান্' বলিয়া নির্দেশ করেন। ভগবত্তত্ত্ব ঐশ্বর্যদর্শনে বাসুদেব ও ঐশ্বর্যশিথিল মাধুর্যদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীনারায়ণ সার্ধদ্বিতয় রসের উপাস্য বস্তু, আর শ্রীকৃষ্ণ রস-পঞ্চকের ভজনীয় ধন। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বৈভবপ্রকাশবিগ্রহ বলদেব প্রভুর মহাবৈকুণ্ঠলীলা। তথায় নিত্য ব্যূহ-চতুষ্টয় নিত্য বিরাজিত।

কেবল মনের দ্বারা মন্ত্রজপ হয়। সেইকালে জপকর্তা—মননকারী প্রয়োজন-সিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলে জপের অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক কীর্তন হইয়া যায়। কীর্তন হইলে শ্রবণকারীর শ্রেয়ো-লাভ ঘটে। সঙ্কীর্তন-শব্দে সর্বতোভাবে কীর্তন অর্থাৎ যাহা কীর্তিত হইলে অন্যপ্রকার সাধনাঙ্গের সাহায্য আবশ্যক হয় না। শ্রীকৃষ্ণের আংশিক কীর্তন 'সঙ্কীর্তন'-শব্দের লক্ষ্য নহে। যদি কৃষ্ণের আংশিক কীর্তন করিয়া জীবের সর্বশুভোদয় না হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্তনের শক্তিবিষয়ে

অনেকে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন সর্বোপরি জয়যুক্ত হউন্। বিষয়কথার কীর্তনে আংশিক, ভোগপরা সিদ্ধি হয়। অপ্রাকৃত-রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণই বিষয়, সেখানে কোন প্রাকৃতের অবকাশ নাই, সুতরাং প্রকৃতির অতীত সকল সিদ্ধিই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনে লভ্য হয়। সর্বসিদ্ধির মধ্যে সাতটী বিশেষ সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনে সংশ্লিষ্ট। তাহাই এইস্থলে উদাহৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন জীবের মলিন চিত্তদর্পণের মার্জনকারী। ঈশবৈমুখ্য-রূপ অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগ এই ত্রিবিধ প্রাকৃত আবিলতা-দ্বারা বদ্ধজীবের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে আবৃত হইয়া আছে। জীবের চিত্ত-দর্পণ হইতে ঐ আবর্জনা পরিষ্কার করিবার প্রধান যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন। জীব-চিত্তদর্পণে জীব-স্বরূপ প্রতিফলিত হইবার বাধারূপে ঐ ত্রিবিধ কৈতব-আবরণ বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্তনই তাহা উন্মোচন করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌রূপে কীর্তন করিতে করিতে জীব স্বীয় চিত্ত-মুকুরে নিজ কৃষ্ণকৈঙ্কর্য উপলব্ধি করেন।

এই সংসার আপাতমধুর হইলেও ইহা নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তরে দাবাগ্নি-সদৃশ। দাবাগ্নিদ্বারা কাননস্থিত বৃক্ষরাজি মধ্যে মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণবিমুখজন সংসারের জ্বালা দাবাগ্নির তাপের ন্যায় সর্বদা সহ্য করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন হইলেই এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতা-হেতু দাবজ্বালার দহন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন পরম-মঙ্গলশোভা-বিতরণ করে। 'শ্রেয়ঃ'—মঙ্গল; 'কৈরব'—কুমুদ; 'চন্দ্রিকা'—জ্যোৎস্না, শুভ্রত্ব। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ কুমুদের শুভ্রত্ব বিকাশলাভ করে, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে সেরূপ অখিল কল্যাণ সমুদিত হয়। অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞান কল্যাণের উপায় নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনই জীবের পরম-মঙ্গলবিধায়ক।

মুণ্ডক-উপনিষদে দুইপ্রকার বিদ্যার কথা আছে। লৌকিকী বিদ্যা ও পরা বিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন গৌণভাবে লৌকিকী বিদ্যাবধূর জীবনসদৃশ এবং মুখ্যভাবে পরা বিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন-প্রভাবে জীব জাগতিক-বিদ্যার অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভ করেন। অপ্রাকৃত-বিদ্যার লক্ষ্যীভূত বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দসাগরের বর্ধনকারী। খণ্ড জলাশয় সমুদ্র-শব্দবাচ্য নহে, অতএব অখণ্ড আনন্দই অসীম সমুদ্রের সহিত তুলনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়। অপ্রাকৃত-রসাস্বাদনে অভাব বা অপূর্ণতা নাই। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন হইতেই সর্বক্ষণ পূর্ণ নিত্য-রসাস্বাদন হয়।

অপ্রাকৃত সকলবস্তুই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে স্নিগ্ধতালাভ করে এবং প্রাকৃত রাজ্যে দেহ, মন ও তদতিরিক্ত আত্মা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে কেবল যে নির্মলতালাভ করে তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের স্নিগ্ধতাও অবশ্যম্ভাবী। উপাধিগ্রস্ত জীব স্থূলসূক্ষ্মভাবে যে-সকল মলিনতালাভ করিয়াছেন, সেই সমস্তই কীর্তনপ্রভাবে বিধৌত হইয়া যায়। জড়ের অভিনিবেশ ছাড়িয়া গেলে কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা-লাভ করেন।

শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের অন্যতম শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৭৩ সংখ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন :—

"অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা, তদা কীর্তনাখ্যা-ভক্তি-সংযোগেনৈব" [অর্থাৎ যদ্যপি কলিকালে অপর আটটি ভক্ত্যঙ্গও অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তথাপি সে-সকল কীর্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই সাধন করিতে হইবে]॥ ১॥

শ্রীভজনরহস্যধৃত প্রমাণ-শ্লোকাবলী ও অনুবাদ

'চেতোদর্পণমার্জনং'

নামে চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়, নাম চিদ্ঘন আনন্দস্বরূপ ; যথা (শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত নামাষ্টকে ৭ম শ্লোক)—

সুদিতাশ্রিতজনার্তিরাশয়ে রম্যচিদ্ঘনসুখস্বরূপিণে।
নাম গোকুলমহোৎসবায় তে কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ॥

হে নাম! হে কৃষ্ণ! তুমি আশ্রিত জনগণের পীড়া (নামাপরাধ)-সমূহ নাশ কর ; তুমি—পরমসুন্দর-চিদ্ঘনসুখস্বরূপ এবং গোকুলবাসি-গণের মূর্তিমান্ আনন্দস্বরূপ। অতএব পরিপূর্ণ-বৈকুণ্ঠস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

'ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং'

নামে ভবমহাদাবাগ্নি অনায়াসে নির্বাপিত হয়, যথা (ভাঃ ৬।২।৪৬)—

নাতঃ পরং কর্মনিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষতাং তীর্থ-পদানুকীর্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্মসু সজ্জতে মনো রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা॥

অতএব; বিমুক্তিপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের পক্ষে তীর্থপাদ শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্তন অপেক্ষা পাপমূল-নাশক শ্রেষ্ঠবস্তু আর নাই ; কারণ, নাম-সংকীর্তনাদি হইতে চিত্ত আর কর্মে লিপ্ত হয় না ; কিন্তু, তাহা প্রায়শ্চিত্তা-দির পরেও পুনরায় রজঃ ও তমোগুণে মলিন হইয়া থাকে।

'শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং'

নাম সমস্ত শ্রেয়ের কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণ করেন, যথা,—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

(হঃ ভঃ বি ১১ বিঃ-২৩৪ সংখ্যাধৃত স্কন্দপুরাণবাক্য)

এই হরিনাম সর্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠমঙ্গলস্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধায় হউক, কিংবা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নর-মাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

'বিদ্যাবধূজীবনম্'

নামই বিদ্যাবধূর জীবন। যথা, গারুড়ে ;—

যদিচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ যৎ পরমং পদম্।
তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্তনম্ ॥

হে রাজেন্দ্র! যে জ্ঞান হইতে পরমপদ লাভ করা যায়, যদি সেই পরম জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আদরের সহিত গোবিন্দ-নাম কীর্তন কর।

পুনঃ, দেবগণবচন (ভাঃ ৩।৫।৫০)—

ধাতর্যদস্মিন্ তব ঈশ জীবাস্তাপত্রয়েণাভিহতা ন শর্ম।
আত্মন্ লভন্তে ভগবংস্তবাঙ্ঘ্রিচ্ছায়াং সবিদ্যামত আশ্রয়েম ॥

হে পিতঃ ঈশ! যেহেতু এই সংসারে জীবগণ আধ্যাত্মিক, আধি-দৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিতাপে আক্রান্ত হইয়া কোন প্রকারেই শান্তিলাভ করিতে পারে না, অতএব, হে ভগবন্! বিদ্যার সহিত বর্তমান ভবদীয়-পাদপদ্ম-ছায়াকেই আমরা আশ্রয় করি।

'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।' (ভাঃ ৪।২৯।৪৯)—

যাহা-দ্বারা ভগবানে মতি জন্মে, তাহাই বিদ্যা।

"যে শক্তিতে কৃষ্ণে মতি করে উদ্ভাবন।
বিদ্যানামে সেই করে অবিদ্যা-খণ্ডন ॥
কৃষ্ণনাম সেই বিদ্যাবধূর জীবন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন ॥"

'আনন্দাম্বুধিবর্ধনং'

নামে আনন্দসমুদ্র-বৃদ্ধি করেন। যথা (ভাগবত ৮।৩।২০)—

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥

ঐকান্তিক-শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ তল্লীলাদি কীর্তন-পূর্বক আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাঁহার সমীপে কোন বিষয় বাঞ্ছা করেন না, (সেই পরেশ, নিত্য অব্যক্ত * * * পরব্রহ্মকে আমি স্তব করি)।

'প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং'

নামের প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদন হয়। যথা পদ্মপুরাণে,—

তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধিজীর্ণপঙ্ক-
সংমগ্নমোক্ষণবিচক্ষণ-পাদুকেভ্যঃ।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং শ্রবণেন যেষাং
আনন্দথূর্তবতি নর্তিতরোমবৃন্দঃ ॥

কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া যাঁহার শরীরে আনন্দকম্পন হয় এবং রোমবৃন্দ নৃত্য করে, ভবসিন্ধুপঙ্কমগ্ন জীবের উদ্ধারে বিচক্ষণ তাঁহার চরণে আমি প্রণাম করি।

'সর্বাত্মস্নপনং'

নামে সর্বাত্মস্নপন হয়। যথা (ভাগবতে ১২।১২।৪৮)—

সংকীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥

ভগবান্ শ্রীহরির চরিত—কীর্তন বা মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিলে তিনি মানবগণের চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া সূর্য যেরূপ অন্ধকাররাশি এবং প্রবল বায়ু মেঘরাশি বিনষ্ট করে, সেইরূপ যাবতীয় দুঃখ দূরীকৃত করিয়া থাকেন।

"শ্রুত অনুভূত যত অনর্থ-সংযোগ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সব হয় ত' বিয়োগ॥
যেরূপ বায়ুতে মেঘ, সূর্য তমঃ নাশে।
চিত্তে প্রবেশিয়া দোষ অশেষ বিনাশে॥
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে চিত্তদর্পণমার্জন।
অতি শীঘ্র লভে জীব কৃষ্ণ-প্রেমধন॥"

নাম কৃষ্ণচৈতন্যরসময়মাধুর্যবিগ্রহ; যথা (নামাষ্টক-৮ম শ্লোক),—

নারদবীণোজ্জীবনসুধোর্মিনির্যাস-মাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা॥

হে কৃষ্ণনাম! তুমি নারদের বীণার সঞ্জীবনস্বরূপ এবং মাধুর্যপ্রবাহরূপ অমৃত-তরঙ্গের সারাংশ-স্বরূপ। অতএব তুমি আমার জিহ্বাতে সর্বদা অনুরাগের সহিত যথেষ্টরূপে স্ফূর্তিলাভ কর।

নাম মুক্তকুলের উপাস্য, নামাভাস সর্বসন্তাপহর; যথা (নামাষ্টক-২য় শ্লোক),—

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি॥

মুনিগণ সর্বদা তোমাকে কীর্তন করিয়া থাকেন, নিখিল-লোকরঞ্জনের নিমিত্ত তুমি পরম-অক্ষরাকার-ধারণ করিয়াছ। অবহেলাপূর্বকও (সাঙ্কেত্য, পরিহাস, স্তোভ, হেলা—এই চারিপ্রকার নামাভাসের সহিতও) যদি তোমাকে কেহ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তুমি তাহার নিখিল ভয়ানক পাপরাশিকে লুপ্ত করিতে সক্ষম হও—তাহার

যাবতীয় উৎকট তাপ বিনষ্ট করিয়া থাক। অতএব হে নামধেয়! তুমি জয়যুক্ত হও।

অতএব, শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য ২৩ পরিচ্ছেদ ৭৬-৭৮),—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে,—কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর॥

নাম-সাধন সুলভ কেন ?

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২॥

অন্বয়। [হে] ভগবন্! (প্রভো শ্রীকৃষ্ণ!) [ভবতা অহৈতুক্যা কৃপয়া] (অহেতুক-কৃপাবশে তুমি) নাম্নাং বহুধা অকারি (জীবের সর্বমঙ্গল-বিধানকারী তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম বিস্তার করিয়াছ), তত্র (ঐ সমস্ত নামে) নিজসর্বশক্তিঃ (তোমার নিজের অনন্তশক্তির সমস্তই) অর্পিতা (নিহিত করিয়াছ) [অথচ তস্য] স্মরণে কালঃ অপি ন নিয়মিতঃ (অথচ সেই নাম-স্মরণের নিমিত্ত সন্ধ্যাবন্দনাদির ন্যায় কোন বিশেষকালও নির্ধারিত কর নাই, অর্থাৎ দিবারাত্রির যে-কোন সময়েই তোমার নামগ্রহণ করা যায়—এইরূপ বিধান করিয়াছ),তব এতাদৃশী কৃপা

[কিন্তু] (তোমার এত করুণা-সত্ত্বেও) মম ঈদৃশং দুর্দৈবম্ (আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এরূপ যে) ইহ (এইরূপ সুলভ সর্বফলপ্রদ নামে) অনুরাগঃ ন অজনি (অনুরাগ সঞ্জাত হইল না) ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

হে ভগবন্! তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নামস্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না! ২ ॥

শ্রীচরিতামৃত

অনেক লোকের বাঞ্ছা—অনেক-প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক-নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ! ২ ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।১৭-১৯)

সম্বোধন-ভাষ্যম্

তত্র নাম-রূপ-গুণ-লীলাভেদেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনমপি চতুর্বিধম্। নাম্নো হি সর্বানন্দবীজত্বে নামনামিনোরভেদত্বে চ নামকীর্তনস্য সর্বোপাদেয়ত্বং

দর্শয়ন্নাদৌ ভগবন্নাম্নি জীবানাং শ্রদ্ধোৎপত্তিকরণেচ্ছয়া ভগবত্তশ্চৈতন্যদেবস্যোক্তিঃ—হে ভগবন্ ! মাং নিরাশ্রয়ং দৃষ্ট্বা পরমকারুণিকেন ভবতা মুখ্যগৌণভেদেন স্বনামানি বহুধা প্রকাশিতানি। হরি-কৃষ্ণ-গোবিন্দ-অচ্যুত-রাম-অনন্ত-বিষ্ণ্বিত্যাদি-মুখ্যনামানি। ব্রহ্ম-পরমাত্ম-নিয়ন্তৃ-পাতৃ-স্রষ্টৃ-মহেন্দ্রেত্যাদি-গৌণনামানি। পুনশ্চ নিজসর্বশক্তিঃ স্বরূপশক্তেঃ সমস্তসামর্থ্যং তত্র মুখ্যনাম্নি ভবতার্পিতা। তদ্যথা, "ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ। যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥ বেদাক্ষরাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ। তাবন্তি হরিনামানি কীর্তিতানি ন সংশয়ঃ ॥ ঋগ্বেদো হি যজুর্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥ অবমন্য চ যে যান্তি ভগবৎকীর্তনং নরাঃ। তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্মণা ॥ এতন্নির্বিঘ্নমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥ আস্থ জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥ ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণোপদিষ্টং নাম যস্মাদুচ্চার্যমাণমেব সংসারভয়াত্তারয়তি, তস্মাদুচ্যতে তারঃ। সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ গীত্বা চ মম নামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ। ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তস্য চার্জুন ॥ নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব

স্ফুরত্যদঃ ॥" ইত্যাদি-শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রবাক্যেন নাম্নঃ সর্বশক্তিত্বং জ্ঞাপিতম্। কর্মজ্ঞানাদিসাধনে কালদেশপাত্রাদিনিয়মো বলবান্। কিন্তু তব নামস্মরণে তত্তন্নিয়মোঽপি ন কৃত ইতি নামবিষয়েঽপারকৃপা মাং প্রতি ভবতা দর্শিতা। পরন্তু মম দুর্দৈববশাৎ ভবন্নাম্নি মমানুরাগো ন অজনি। দুর্দৈব-মত্র নামাপরাধঃ, এতদুক্তং ভবতি। ভগবদ্বহির্মুখো জীবো মায়ানির্মিতে বিশ্বে নানাবিধবিষয়ব্যাপারে বদ্ধঃ। কদাচিদপি ভগবৎসাম্মুখ্যং প্রতি ন চেষ্টতে। পরমেশ্বরস্তু কর্মজ্ঞানাদিবিধিনা জীবস্য নিত্যমঙ্গলং ন ভবতীতি বিচিন্ত্যাপারকরুণয়া স্বীয়স্বরূপশক্তেহ্লাদিনী-সারবৃত্তিভূতাং ভক্তিং জীব-হৃদয়ে প্রকটয়িতুং তল্লাভোপায়স্বরূপাণি স্বনামানি প্রকাশিতবান্। পরন্তু শ্রুত্বাপি তন্নামমাহাত্ম্যং, জপ্ত্বাপি তন্নামানি নামাপরাধবশতস্তত্রানুরাগঃ শীঘ্রং জীবস্য ন ভবতি! এতেন শ্রদ্ধাবতাং গুরুমুখান্নামশ্রবণানন্তরং সর্বদৈব নামাপরাধান্ পরিহৃত্য যথাসাধ্যং নামকীর্তনমেব কর্তব্যমিতি সূচিতম্। অপরাধাশ্চৈতে—"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং ধিয়া ভিন্নং* পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥ গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্। নাম্নো বলাদ্‌যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ। ধর্ম-ব্রতত্যাগ-হুতাদি-সর্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ। অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥ শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং † যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ। অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥" § নামজপপরাণাং কর্মান্তর্গত-পাপত্যাগপুণ্যসঞ্চয়চেষ্টা ন কর্তব্যা, তেষাং শ্রদ্ধাবতাং কর্মাধি-কারশূন্যত্বাৎ,—কিন্তু তে যদি নামাপরাধযুক্তা ভবন্তি, তর্হি তদাপরাধহানায়

* ধিয়াভিন্নং; † শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে; § অহংমমেতি পরমঃ সোঽপি নাম্যপরাধকৃৎ—ইতি পাঠভেদঃ।

তেষাং যা ব্যাকুলতা তয়াঽবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি কৃষ্ণনামানি তত্তদপরাধাবসর-বিনাশেন নিসর্গতয়া তেষাং হৃদয়ং তদপরাধশূন্যং কুর্বন্তি। শাস্ত্রবাক্যং যথা—"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ" ইতি। যদা নামাপরাধাভাবাৎ হরিনাম্ন্যনুরাগো জায়তে, তদা তেষাং সর্বার্থসিদ্ধিরিত্যুপদিষ্টম্ ॥ ২ ॥

গীতি

(লোফা)

তুঁহু দয়াসাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি'॥
সকল শকতি দেই নামে তোহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কালবিচারা॥
শ্রীনাম চিন্তামণি তোহারি সমানা।
বিশ্বে বিলাওলি করুণা-নিদানা॥
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা॥
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর॥ ২॥

বিবৃতি

হে ভগবন্! আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া নামসমূহের বহু সংখ্যা প্রকট করিয়াছেন এবং সেই নামেই নামীর সকলপ্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন; শ্রীনামস্মরণ করিবার কাল কোন নিয়মে আবদ্ধ করেন নাই অর্থাৎ ভোজন, শয়ন ও নিদ্রা কোন্ কালেই নামস্মরণ করিবার অসুবিধা বিধান করেন নাই। কিন্তু, আমার এতই দুর্ভাগ্য যে, শ্রীনামসমূহে কোন অনুরাগ জন্মিল না। 'বহুপ্রকার' বলিতে ভগবানের মুখ্য ও গৌণ নাম-সমূহ বুঝায়। মাধুর্যবিগ্রহ কৃষ্ণ, রাধারমণ, গোপীজনবল্লভ, ঐশ্বর্যবিগ্রহ

বাসুদেব, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি মুখ্য নাম। ভগবদভিন্ন খণ্ড বা অসম্যক্ আবির্ভাবাত্মক ব্রহ্মপরমাত্মাদি নামসমূহ ভগবানের গৌণ নাম। ভগবানের মুখ্যনামসমূহ নামীর সহিত অভিন্ন, তাহাতে সকল শক্তি একাধারে সমর্পিত আছে; গৌণনামসমূহেও বিবিধ শক্তি আংশিক ভাবে বর্তমান।

জীব ঈশবৈমুখ্যবশতঃ নশ্বর মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার দুর্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। সেবা-বিমুখতাই দুর্দৈব। অন্যাভিলাষিতা, কর্ম ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ ভোগময় পথে জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি হওয়ায় তাঁহার দুর্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে। অন্যাভিলাষিতাবশে তিনি ঐহিক সুখলাভে প্রমত্ত। সৎকর্মপ্রভাবে ক্ষণভঙ্গুর-স্বর্গাদিসুখপ্রার্থী এবং ভোগ-ত্যাগেচ্ছায় তিনি নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানে নিরত। কৃষ্ণসেবনেচ্ছা জীব-স্বরূপের নিত্যধর্ম, তাহা কথিত ত্রিবিধ পথের আবর্জনায় আচ্ছাদিত হওয়ায় তাঁহার সৌভাগ্য ক্ষীণ হইয়াছে। তৎফলে তিনি কখনও ধর্ম, অর্থ, কাম-নামক ত্রিবর্গসংগ্রহে ব্যস্ত হওয়ায় অথবা অধর্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তিদ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া দশ অপরাধের আবাহনপূর্বক নাম-সেবা করিতে গিয়া অপরাধ করিতেছেন। সেইকালে তিনি যে নাম-গ্রহণ করেন, তাহা শুদ্ধ নামগ্রহণ নহে, পরন্তু নামাপরাধ। নিজের অশান্ত ভাব অতিক্রম করিয়া শান্তিলাভোদ্দেশে ভুক্তি-পিপাসায় চালিত না হইয়া তিনি যখন নিজ মঙ্গলের জন্য সম্বন্ধজ্ঞানে উদাসীন হইয়া নাম-গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার নামসেবনে আভাসমাত্র উদিত হয়; সেই কালে তাঁহার নামগ্রহণ হয় না, নামাভাস মাত্র হয়। নামাভাসের ফলে প্রপঞ্চ-জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমুহূর্তে হরিসেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। দুর্দৈবমুক্ত পুরুষোত্তমগণই শুদ্ধনামগ্রহণে সুবিমল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করেন। বদ্ধজীবের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম-

ভজন-প্রণালী শিক্ষা দিতে গিয়া অনুরাগের অভাবরূপ দুর্দৈব উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ দুর্দৈবের মধ্যেও ভগবৎকৃপা বর্তমান। নামাপরাধের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার উপায় আছে। অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে এবং নিরন্তর নামগ্রহণ করিলে অপরাধের অবসর হয় না। নামাভাসে মুক্তি হয় অর্থাৎ বিষয়াভিনিবেশ ধ্বংস হয়, তৎপরেই শ্রীনামগ্রহণে জীবের অধিকার হয়। এই সকল সুযোগ ভগবানের দয়ার পরিচায়ক। মুখ্যনামগ্রহণপ্রভাবে জীবের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ ঘটে। যেখানে তুচ্ছ অবান্তর ফললাভ-লালসা, সেখানে কালের বিধি ও যোগ্যতা প্রভৃতির কঠিন বিধি। কিন্তু ভগবানের দয়া কালাকালের কঠিন নিগড় হইতে নামোচ্চারণকারীকে অবসর দিয়াছেন। কালের বিধিসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে—"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥" "সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।" শ্রীচরিতামৃতে—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয়॥" ২॥

প্রমাণ-শ্লোকাবলী ও অনুবাদ

'নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা'

নামে কৃষ্ণ সর্বশক্তি দিয়াছেন, যথা স্কান্দে :—

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥

শ্রেষ্ঠদেবগণের সর্বপাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী শক্তিসমূহ, যাহা দান, ব্রত, তপ, তীর্থক্ষেত্রাদিতে বর্তমান এবং রাজসূয়াশ্বমেধাদি যজ্ঞে এবং

অধ্যাত্মবস্তুর জ্ঞানে নিহিত আছে, ভগবান্ হরি সেই সমুদয় শক্তিই আকর্ষণ করিয়া নিজ নামে অর্পণ করিয়াছেন।

'ধর্ম-যজ্ঞ-যোগ-জ্ঞানে যত শক্তি ছিল।
সব হরিনামে কৃষ্ণ স্বয়ং সমর্পিল।'

'নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ'

নামভজনে শৌচাশৌচ, কালাকাল নিয়ম নাই, যথা বৈশ্বানর-সংহিতায়,—

ন দেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ।
পরং সঙ্কীর্তনাদেব রাম রামেতি মুচ্যতে॥

নামভজনে দেশ-কালের নিয়ম নাই এবং শৌচাশৌচের বিচার নাই। কেবলমাত্র 'রাম' 'রাম' এই নামসঙ্কীর্তন হইতেই জীব সংসার-হইতে মুক্তি লাভ করে।

'দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ'

দুর্দৈব এরূপ যে সর্বমঙ্গলপ্রদ নামে অনুরাগ সঞ্জাত হইল না; দুর্দৈব লক্ষণ, যথা ভাগবতে (৩।৯।৭)—

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ॥

হে ভগবন্! ভবদীয় প্রসঙ্গ সর্ববিধ অভদ্ররাশি বিদূরিত করিয়া থাকে। যে-সকল ব্যক্তি আপনার সর্বদুঃখনিবর্তক শ্রবণকীর্তনাদিরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইয়া তুচ্ছ কামসুখের আশায় লোভাভিভূত-হৃদয়ে নিরন্তর অমঙ্গল-জনক কর্ম করিয়া থাকে, তাহারা দৈবকর্তৃক হতবুদ্ধি ও দুর্ভাগ্য।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়। (যিনি) তৃণাদপি (সর্বপদদলিত গুরুভাবরহিত তৃণ হইতেও) সুনীচেন (সুনীচ অর্থাৎ সর্বতোভাবে প্রাকৃতমর্যাদারহিত) তরোরপি (বৃক্ষ হইতেও) সহিষ্ণুনা (সহনগুণযুক্ত) অমানিনা (স্বয়ং মাননীয় হইয়াও তাদৃশ-প্রাকৃতমর্যাদা-পরিত্যাগকারী) মানদেন (অন্য মানহীন অযোগ্য জনকে সম্মানপ্রদানকারী) সদা (সর্বদা) হরিঃ [এব] কীর্তনীয়ঃ (তিনিই হরিকীর্তনের অধিকারী) ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরু হইতেও সহিষ্ণু হ'ন, নিজে মানশূন্য ও অপরলোককে সম্মান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্তনের অধিকারী ॥ ৩ ॥

শ্রীচরিতামৃত

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান ॥

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁ'র প্রেম উপজয়॥ ৩॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২২-২৬)

সম্বোধন-ভাষ্যম্

নিরপরাধেন হরিনামকৃতাং বিষয়বিরক্তিজনিতদৈন্যং, নির্মৎসরতালঙ্কৃতা দয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতা, সর্বেষাং যথাযোগ্যসম্মাননা চৈতানি লক্ষণানি। তত্র চৈতন্যরসবিগ্রহস্বরূপশ্রীকৃষ্ণনামাবির্ভাবাত্তেষাং চিদ্রসেতরবিরক্তিভাবেনোক্তিঃ।। অহমেবাণুচৈতন্যস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণদাসো জীবঃ। জড়াত্মকেষু বিষয়েষু ন মম কুত্রচিদর্থো বর্ততে। বর্তমানজড়যন্ত্রিতাবস্থা কৃষ্ণবহির্মুখদোষেণ মমৈব দুর্দশা। কৃষ্ণকৃপয়া যাবৎ মম সংসারনিবৃত্তির্ন ভবতি তাবৎ, —সুতরাং যুক্তবৈরাগ্যেন শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানেন চ জীবনযাত্রোপযোগী বিষয়োঽপি ময়া স্বীকর্তব্যঃ। অভাব-রোগ-শোক-বার্ধক্যাদিজনিতদুঃখং প্রাপ্তিস্বাস্থ্যবল-বিদ্যৈত্যাদিজনিতসুখঞ্চ সর্বং প্রারব্ধফলমবশ্যং ময়া ভোক্তব্যম্। চিৎস্বরূপস্য মম জড়বিষয়ে কিঞ্চিদপি নাস্তীতি বিচিন্ত্য সম্পূর্ণদৈন্যেনাহং গৃহে বনে বা হা কৃষ্ণ! হা গৌরচন্দ্র! হা প্রাণনাথ! কদা শুদ্ধদাস্যমহং লভেয়েতি বদন্ তিষ্ঠামি। অস্তু তস্য জড়বস্তুত্বং, তথাপি তৃণস্য বস্তুত্বাভিমানং ন ন্যায়াবিরুদ্ধং; কিন্তু বিকৃতস্বরূপস্য মমাত্র বস্তুত্বাভিমানং ন সুন্দরমিতি তৃণাদপি মম সুনীচত্বং বাস্তবম্। "তরোরপি সহিষ্ণুনে"তি বাক্যেন তরুঃ সংচ্ছেদকস্যাপি ছায়াফলদানেনোপকরোতি, কৃষ্ণভক্তস্তু তদপেক্ষোচ্চপ্রবৃত্ত্যা দয়য়া সর্বান্ শত্রুমিত্রানুপকরোতীতি সূচিতম্। অনেন হরিনামকৃতাং নির্মৎসরতালঙ্কৃতদয়ারূপদ্বিতীয়লক্ষণং ভবতি। নিরপরাধেন নামগানপরস্যোক্তিঃ। হা নাথ! এতে মৎসঙ্গিনো জীবাঃ কথং ভবন্নাম্নি রতিং লভন্তে? তে সর্বে মায়ান্ধাঃ সন্তঃ পুত্রকলত্রদ্রবিণজয়পরাজয়সম্বন্ধজনিতসুখদুঃখরূপদ্বন্দ্বকাতরাঃ। তেষামনর্থপুর্ণে জড়বিষয়ে বিরক্তির্ন ভবতি। আশাপাশাবদ্ধাস্তে তুচ্ছানি দুঃখোদর্কাণি কর্মফলানি

নির্ভেদ-জ্ঞানফলানি বান্বেষয়ন্তি। কথমেষামাত্মযাথার্থ্যদর্শনরুচির্জায়তে—এবং ব্রুবন্ সোঽপি হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথেত্যুচ্চৈঃস্মরেণ গায়তি ॥ "অমানিনা"-শব্দেনাস্য মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপতৃতীয়লক্ষণং নির্দিষ্টম্। বদ্ধজীবানাং স্থূললিঙ্গদেহদ্বয়সম্বন্ধযোগৈশ্বর্যভোগৈশ্বর্যধনরূপজাতিবর্ণবলপ্রতিষ্ঠাধিকারেত্যাদিজনিতং যদভিমানং তন্মিথ্যা জীবস্বরূপবিরোধধর্মত্বাৎ। তত্তদভিমানশূন্যতা মিথ্যাভিমানশূন্যতা। এবম্ভূতমিথ্যাভিমানশূন্যেন সর্বদা সত্যপি তত্তদভিমানহেতৌ ক্ষান্তিগুণভূষিতেন হরিনাম কীর্তনীয়ম্। গৃহে তিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণত্বাদ্যহঙ্কারশূন্যো, বনে তিষ্ঠন্ বৈরাগ্যলিঙ্গাহঙ্কারশূন্যশ্চ কৃষ্ণৈকচিত্তো ভক্তঃ কৃষ্ণনাম কীর্তয়তি। "মানদ"-শব্দেন যথাযোগ্যং সর্বেষাং মানদত্বং তস্য চতুর্থলক্ষণম্। সর্বান্ জীবান্ কৃষ্ণদাসান্ জ্ঞাত্বা কমপি ন দ্বেষ্টি প্রতিদ্বেষ্টি বা। মধুরবাক্যেন জগন্মঙ্গলকার্যেণ চ তান্ সর্বান্ তোষয়তি। বিশ্বে যেঽধিকারপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণাদয়ো, যে চ দিবি ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবাদয়স্তান্ সর্বান্ দৈন্যেন বহুমানয়তি, তেভ্যো হরিভক্তিং প্রার্থয়তে চ। যে তু শুদ্ধভক্তাস্তান্ সর্বভাবেন সেবতে। অনেন লক্ষণচতুষ্টয়েন ভূষিতস্য কৃষ্ণনামকীর্তনমেব পরমপুরুষার্থসাধনং ভবতীতি শ্রীমন্মহাপ্রভুপাদেনোপদিষ্টম্ ॥ ৩ ॥

গীতি

(একতালা)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার ॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার ॥
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন ॥

জীবন-নির্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ-সুখ পাসরিবে॥
হইলেও সর্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয়॥
কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্বদা॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠাবর্জন।
চারিগুণে গুণী হই', করহ কীর্তন॥
ভকতিবিনোদ কাঁদি' বলে প্রভুপায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায়॥ ৩॥

বিবৃতি

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া তাঁহার ইহ জগতে ও স্বধামে অবস্থান-কালে নিত্যকাল হরিকীর্তনই ধর্ম। হরিকীর্তনের তুল্য স্বার্থসিদ্ধি ও পরোপকার, অন্য কোন উপায় বা উপায়ের মধ্যে বর্তমান নাই। কীর্তনদ্বারা পরার্থপরতা এবং নিজের সর্বশুভোদয় হয়। যেরূপে শ্রীনামগ্রহণ করিলে নামাপরাধ হয় না, নামাভাস হয় না, তাহা জানাইবার জন্যই তৃণাদপি শ্লোকের অবতারণা। যাঁহার চিত্তের প্রবৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখী না হইয়া বিষয়-ভোগে প্রমত্ত হয়, তিনি কখনই নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভোক্তার ধর্মে ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি নাই। ভোক্তার ধর্মে সহনশীলতা নাই। ভোক্তা কখনও জড়াভিমান ও জড়প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। বিষয়ভোগী কখনও অপর বিষয়ীকে প্রতিষ্ঠা দিতে সম্মত নহেন। বিষয়ভোগী সমৎসর, আর নামভজনানন্দী বৈষ্ণবই তৃণ-অপেক্ষা সুনীচ, বৃক্ষ-অপেক্ষা সহ্যগুণসম্পন্ন, নিজ প্রতিষ্ঠাসমূহে উদাসীন এবং পরকে প্রতিষ্ঠাদানে উদ্‌গ্রীব। ইহ জগতে তিনিই সর্বদা হরিনাম করিবার

যোগ্য ও সমর্থ। শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিজ নিজ আচার্য শ্রীগুরুদেব ও অপর বৈষ্ণবকে যে-সকল সম্মানসূচক প্রতিষ্ঠার আরোপ করেন, তাহা তাঁহাদের মানদ-ধর্ম হইতেই উত্থিত হয়, আবার তাঁহাদের অনুগতজনের ভজনে উৎসাহপ্রদান করিবার জন্য যে-সকল সমাদর ও গৌরবস্নেহাদি অভিব্যক্ত করেন, উহা শুদ্ধভক্তের অমানী স্বভাবের প্রকাশমাত্র। শুদ্ধভক্ত তাদৃশ গৌরবাত্মক-প্রতিষ্ঠাকে জড়প্রতিষ্ঠা না জানিয়া মূর্খের কটাক্ষ সহ্য করিয়াও নিজ সহনশীলতার পরিচয় দেন। নামোচ্চারণকারী শুদ্ধভক্ত আপনাকে প্রাকৃত-জগতে সর্বপ্রাণি-পদদলিত তৃণ হইতেও নিম্নভাগে অবস্থিত ধারণা করেন। শুদ্ধভক্ত আপনাকে কখনই বৈষ্ণব বা গুরুজ্ঞান করেন না, তিনি আপনাকে জগতের শিষ্য ও সর্বাপেক্ষা হীন জানেন। প্রত্যেক পরমাণু এবং প্রত্যেক অণুচিৎ-জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া কোন বস্তুকে নিজাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন না; নামোচ্চারণকারী জগতে কাহারও নিকট কিছুরই প্রার্থী নহেন। অপরে তাঁহার হিংসা করিলে তিনি কখনও প্রতিহিংসা করেন না, উপরন্তু হিংসাকারীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন। কীর্তনকারী কখনও শ্রীগুরুদেব-প্রাপ্ত প্রণালী পরিহারপূর্বক নবীন মত-প্রচারবাসনায় মহামন্ত্র শ্রীহরিনামের পরিবর্তে কাল্পনিক নাম লইয়া ছড়াসৃষ্টি করেন না। শ্রীগুরুদেবের-অনুগমনে শ্রীনামের মহিমা-কীর্তনাদি-প্রচারমুখে গ্রন্থরচনা ও কীর্তন করিলে বৈষ্ণবের সুনীচতার ব্যাঘাত হয় না। কপটতার উদ্দেশে লোকপ্রতারণার জন্য নিজের সরলতার অভাববশতঃ কপট দৈন্যোক্তি ও ব্যবহার সুনীচতার পরিচায়ক নহে। মহাভাগবতগণ কৃষ্ণনামোচ্চারণকালে স্থাবর-জঙ্গমের প্রাকৃত-ভোগ্য মূর্তিসমূহ দর্শনের পরিবর্তে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবনোন্মুখ হইয়া জগৎ দর্শন করেন। ভোগপ্রবৃত্তিক্রমে জগৎকে নিজ-ভোগ্য মনে করেন না। মন্ত্রের স্রষ্টা হইয়া গুরু হইতে লব্ধ মহামন্ত্র-কীর্তন ছাড়েন না এবং নবীন

মত-প্রচারোদ্দেশেও ব্যস্ত হ'ন না। আপনাকে কোন বৈষ্ণবের গুরু বলিয়া মনে করা সুনীচতার অন্তরায়। সৎকথা—শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের কথা না শুনিয়া অর্থ-প্রতিষ্ঠালোভে ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হইলে বৈষ্ণব বা গুরুপদাকাঙ্ক্ষীর মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারে না। তাদৃশ কীর্তনে শ্রদ্ধাযুক্ত শিষ্যও হরিনাম-শ্রবণে অধিকার লাভ করেন না। ৩ ॥

প্রমাণ-শ্লোকাবলী ও অনুবাদ

'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'

সকলের পক্ষেই সর্বক্ষণ হরিকীর্তন কর্তব্য, যথা (ভাঃ ২।১।১১),—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥

হে রাজন্! যাঁহারা সংসারে নির্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম-যোগিপুরুষ, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই হরির নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ—এই তিনটি পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব আচার্যগণ-কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছে।

আদৌ দেহাভিমান-পরিত্যাগ। যথা, মুকুন্দমালায় (৩৭ শ্লোক)—

ইদং শরীরং শতসন্ধিজর্জরং পতত্যবশ্যং পরিণামপেশলম্।
কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্মতে, নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব ॥

হে মূর্খ! হে দুষ্টবুদ্ধে! এই অসংখ্য-সন্ধি-বন্ধনক্লিষ্ট পরিণতিবিশিষ্ট দেহ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে; [তুমি] কি ঔষধ অনুসন্ধান করিতেছ? [তুমি] রোগনাশক কৃষ্ণনামৌষধ পান কর।

"শতসন্ধি-জর-জর, তব এই কলেবর, পতন হইবে একদিন।
ভস্ম ক্রিমি বিষ্ঠা হ'বে, সকলের ঘৃণ্য তবে, ইহাতে মমতা অর্বাচীন ॥

ওরে মন, শুন মোর এ সত্য বচন।
এ রোগের মহৌষধি, কৃষ্ণনাম নিরবধি, নিরাময় কৃষ্ণ-রসায়ন ॥

সাধকের কামনা কি ?

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

অন্বয়। হে জগদীশ ! (জগন্নাথ !) অহং ধনং ন, জনং ন, সুন্দরীং কবিতাং বা ন কাময়ে (আমি ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী কবিতাও প্রার্থনা করি না) (কিন্তু) মম জন্মনি জন্মনি (এই প্রার্থনা করি যে, জন্মে জন্মে) ত্বয়ি ঈশ্বরে অহৈতুকী ভক্তিঃ ভবতাৎ (যেন আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হয় অর্থাৎ আপনার চরণে যেন কেবল শুদ্ধা সেবাই যাচ্ঞা করি) ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

হে জগদীশ ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না ; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক্ ॥ ৪ ॥

শ্রীচরিতামৃত

"শুদ্ধভক্তি" কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥
প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ' ॥

"ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ' মোরে, কৃষ্ণ! কৃপা করি'॥" ৪॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৭-২৮,৩০)

সম্বোধন-ভাষ্যম্

আদৌ শ্রদ্দধানানাং শ্রীগুরুমুখাৎ হরিনামশ্রবণম্। ততো নিরপরাধেন তন্নামকীর্তনম্। ততঃ পূর্বোক্তলক্ষণচতুষ্টয়রূপমনুভাবঃ। কিন্তু হ্লাদিনী-সারবৃত্তিরূপায়া ভক্তের্জড়ানন্দান্বয়ব্যতিরেকসম্বন্ধশূন্যং শুদ্ধস্বরূপোদয়ং বিনা ভাবাত্মিকা ভক্তির্নভবতীতি বিচিন্ত্য নামকীর্তনরূপসাধনভক্তেঃ শুদ্ধস্বরূপং ব্যতিরেকলক্ষণেন স্পষ্টয়তি—ন ধনমিতি শ্লোকদ্বয়েন। যাবদানুকূল্যময়ী কৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তির্ব্যতিরেকলক্ষণাত্মিকান্যাভিলাষিতাশূন্যা জ্ঞানকর্মাদ্যনা-বৃতা চ ন ভবতি তাবত্তস্যা ভক্ত্যাভাসমাত্রত্বম্। তদাভাসত্বং পরিহর্তুমিচ্ছয়া ব্যতিরেকলক্ষণেন শুদ্ধভক্তিং শিক্ষয়তি। হে জগদীশ! ধনং জনং সুন্দরীং কবিতাং বাহং ন কাময়ে। অত্র ধনপদেন বর্ণাশ্রমনিষ্ঠধর্মধনম্, ঐহিক-পারত্রিকজড়সুখকরং সর্বমর্থধনং, স্থূললিঙ্গগতেন্দ্রিয়গণানন্দকরং কামধনঞ্চ জ্ঞাতব্যম্। জনপদেন স্বশরীরানুগস্ত্রীপুত্রদাসদাসীপ্রজাবন্ধুবান্ধবাদয়ঃ জ্ঞাতব্যাঃ॥ সুন্দরীকবিতাপদেন 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়ে'তি ন্যায়াৎ ভগবল্লীলা-তত্ত্ব-কীর্তনরূপকাব্যং বিনা অন্যকাব্যলক্ষণা সামান্যবিদ্যা জ্ঞেয়া। এতৎ-সর্বমহং ন যাচে কিন্তু জন্মনি জন্মনি ত্বয়ি ঈশ্বরে প্রাণেশ্বরে কৃষ্ণে অহৈতু-কীং ভক্তিং যাচে। অহৈতুকীং ভক্তিঃ ফলানুসন্ধানরহিতা চিৎস্বভাবাশ্রয়া কৃষ্ণানন্দরূপা শুদ্ধা কেবলাহকিঞ্চনাহমিশ্রা ভক্তিরিতি। জন্মমরণরূপজড়-যন্ত্রণানিবৃত্তিঃ কৃষ্ণেচ্ছাধীনা জীবচেষ্টাতীতবিষয়া। তৎপ্রার্থনাপি ন কর্তব্যা। অতো জন্মনি জন্মনীতি বক্তব্যা। যদা কৃষ্ণেচ্ছয়া জন্মমরণ-নিবৃত্তিস্তদা তত্তদ্দুঃখং স্বয়মেব নশ্যতি। কিমুপায়বিরোধিন্যা তৎ-প্রার্থনয়া? ৪॥

গীতি

(ঝাঁপি-লোফা)

প্রভু ! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি' দেহসুখ, বিদ্যা, ধন, জন ॥
নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি' ॥
নিজকর্মগুণদোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই ॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেইমত প্রীতি হউক্ চরণে তোমার ॥
সম্পদে বিপদে তাহা থাকুক্ সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক্ নামের প্রভাবে ॥
পশুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে ॥ ৪ ॥

বিবৃতি

হে জগদীশ ! আমি ধন, জন ও 'সুন্দরী কবিতা' কামনা করি না। আমার জন্মজন্মান্তরে সেব্য তুমি, তোমাতেই যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে। 'সুন্দরী কবিতা'-শব্দে বেদ-কথিত ধর্ম, 'ধন'-শব্দে অর্থ এবং 'জন'-শব্দে কলত্রাদি-কামনার বিষয় উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল যে ধর্মার্থকামরূপ-ভুক্তি আমার অনভীপ্সিত এরূপ নহে, অপুনর্ভবরূপ-জন্মজন্মান্তররহিত-মুক্তিরও আমি প্রার্থী নহি। এই চতুর্বর্গহেতুমূলে বা কামনা-প্রণোদিত হইয়া

আমি তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হইব না। তোমার সেবার জন্য আমি সেবা করিতে ব্যগ্র। এস্থলে কুলশেখরের উক্তি আলোচ্য :—

"নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্‌যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুরূপম্। এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥"

"নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনে নাভিরন্তং ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

ধর্মকামী বেদনিষ্ঠ সবিতার উপাসক, অর্থকামী গণেশের উপাসক, কামকাম শক্তির উপাসক এবং মোক্ষকামী রুদ্রোপাসক এবং হেতুমূলে অর্থাৎ সকাম বিষ্ণুর উপাসক সুতরাং বিদ্ধভক্ত। পঞ্চোপাসনা সকাম এবং নিষ্কাম অবস্থায় নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ। অহৈতুকী ভক্তির দ্বারা শুদ্ধ বিষ্ণুর উপাসনা হয়॥ ৪॥

প্রমাণ-শ্লোকাবলী ও অনুবাদ

ঐকান্তিকী অহৈতুকী ভক্তি, যথা ভাগবতে (১।২।১৪),—

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥

[মানবগণের উত্তমরূপে পালিত ত্রিবর্গান্তর্গত স্বধর্মের চরম ফল শ্রীহরির সন্তোষ।] সেই কারণে সর্বক্ষণ একান্তভাবে ধর্মার্থকামমোক্ষ-বাঞ্ছাশূন্য হইয়া ভক্তজনপালক ভগবান্ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও পূজা করা কর্তব্য।

"অনন্যভাবেতে কর শ্রবণ-কীর্তন।
নাম-রূপ-গুণ-ধ্যান-কৃষ্ণ-আরাধন॥

সঙ্গে সঙ্গে অনর্থনাশের যত্ন কর।
ভক্তিলতা ফলদান করিবে সত্বর ॥"

ভক্তের নিকট স্বর্গ, ব্রহ্মলোক, সার্বভৌমপদ, রসাধিপত্য ও যোগের অষ্ট বা অষ্টাদশসিদ্ধির প্রতি তুচ্ছতা, যথা ভাগবতে (৬।১১।২৫)—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥

[শ্রীহরিপাদপদ্মসমীপে শ্রীবৃত্রাসুরের প্রার্থনা—] হে সর্বসৌভাগ্য-নিধে! আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর এক-ছত্র আধিপত্য এবং অণিমাদি-অষ্টসিদ্ধি, এমন কি, মোক্ষপ্রাপ্তিও ইচ্ছা করি না।

অহৈতুকী ভক্তির উন্নতির লক্ষণ, যথা ভাগবতে (১১।২।৪২),—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥

ভোজনকারী পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, উদরপূরণ এবং ক্ষুধা-নিবৃত্তিরূপ কার্যত্রয় একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ শরণাগত পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদ-ভগবৎস্বরূপস্ফূর্তি এবং ইতরবিষয়-বৈরাগ্যরূপ ভাবত্রয় অনুভূত হয়।

শুদ্ধ-অহৈতুকী ভক্তির জন্য যত্ন করিবে, যথা ভাগবতে (১।৫।১৮),—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্বত্র গভীররংহসা।

'বিনা যত্নে দুঃখের ঘটনা যেন হয়।
সেইরূপ কালক্রমে সুখের উদয়।
অতএব চৌদ্দলোকে দুর্লভ যে-ধন।
সেই ভক্তিজন্য যত্ন করে বুধগণ।'

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

অন্বয়। অয়ি নন্দতনুজ (হে সেবানন্দলীলারসবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রসুত) বিষমে ভবাম্বুধৌ (বিষম ভবসাগরে) পতিতং কিঙ্করং মাং কৃপয়া (স্বকর্ম-বিপাকে পতিত তোমার এই নিত্য-কিঙ্কর আমাকে কৃপা করিয়া) তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং (তোমার শ্রীপাদপদ্মে সংলগ্ন ধূলীকণার ন্যায় অর্থাৎ নিজ চিরক্রীতদাসের মত) বিচিন্তয় (চিন্তা কর) ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য-কিঙ্কর হইয়াও স্বকর্মবিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত-ধূলীসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর ॥৫॥

শ্রীচরিতামৃত

অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান।
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান ॥
তোমার নিত্যদাস মুই, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলী-সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন ॥ ৫ ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩১,৩৩-৩৪)

সম্বোধন-ভাষ্যম্

নন্থ কিং সংসারদুঃখং নালোচনীয়ং সাধকেনেত্যাশঙ্ক্য—অয়ি নন্দতনুজেতি। হে নন্দতনুজ! অহং বস্তুবিচারতস্তব নিত্যকিঙ্করঃ। অধুনা নিজকর্মদোষেণ বিষমে ভবসাগরে পতিতঃ; কামক্রোধাদিবহুশত্রুতাড়িতঃ; দুরাশাদুশ্চিন্তাতরঙ্গপ্রপীড়িতঃ; কুসঙ্গপ্রবলবায়ুনা প্রচালিতশ্চ। এতদ্দশায়াং কদাচিৎ কর্মজ্ঞানযোগতপস্যাদি-তৃণগুচ্ছা ভাসমানা দৃশ্যন্তে। তানবলম্ব্য ভবসমুদ্রতিতীর্ষা নিষ্ফলা তেষামপার্থত্বাৎ। বহুক্লেশপীড্যমানোঽনুতপ্তঃ সন্ তব কৃপাং বিনাঽস্য ভবসমুদ্রস্য পারগমনেঽন্যপ্লবো নাস্তীতি জ্ঞাত্বা শ্রীগুরুচরণকৃপয়া ভবন্নামতরণীং প্রাপ্তবান্। ভবানেব শরণাগতবাৎসল্যাৎ সর্বদোষমার্জনপূর্বকং নিরাশ্রিতং মাং করুণয়া, ভবৎপাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় বিভাবয়। তব পাদপদ্মসংলগ্নরেণুরিব তস্মান্ন বিচ্ছিন্নো ভবিষ্যামীতি ভাবঃ। এতেন কর্মজ্ঞানলভ্যভুক্তিমুক্তিফলকামনা ভক্তজনানাং পরিত্যাজ্যেতি জ্ঞাতব্যম্ ॥ ৫ ॥

গীতি

(ছোট-দশকুশী)

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণবজলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥
আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-উর্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ-আদি ছয়, ঘাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা॥

জ্ঞান-কর্ম-ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এহেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে॥
পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্মধূলি করি',
দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ-
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়॥ ৫॥

বিবৃতি

সেব্যবস্তু নন্দনন্দন। জীবের নিত্যস্বরূপে কৃষ্ণদাস্য বর্তমান। সেই কৃষ্ণদাস দাস্যে উদাসীন হওয়ায়, দুষ্পার ভয়ঙ্কর সংসারসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছেন। এক্ষণে ভগবৎকৃপাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া স্বীয় পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ বলিয়া স্বীকার করিলেই জীবের আচ্ছাদিত নিত্যবৃত্তি পুনঃ প্রকাশিত হয়। জীব স্বীয় কামনা প্রবল করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আরোহণ করা তাহার ধর্ম নহে পরন্তু কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত হইয়া সেবাপ্রবৃত্তিযুক্ত হ'ন, ইহাই তাৎপর্য। 'পদধূলি'-শব্দ-প্রয়োগে জীবের স্বরূপ ভগবদ্‌বিভিন্নাংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জীবের স্বরূপাবস্থানের পূর্বপর্যন্ত অনর্থ থাকে; সেইকালে পরমার্থ-প্রতীতির নির্মলতা নাই। সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদ্‌গমে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্তনের যোগ্যতা হয়। সে-কালে জীব জাতরতি বলিয়া কথিত হ'ন। অজাত-রতি সাধক ও জাতরতি ভাবুকের মধ্যে নামসঙ্কীর্তনের পার্থক্য আছে। কপটতা করিয়া আমাদের সময়ের পূর্বে জাতরতি ভক্তের সজ্জা শোভনীয় নহে। অনর্থনিবৃত্তির পর নৈরন্তর্য, তৎপরে স্বেচ্ছাপূর্বিকা ও তাহার পর স্বারসিকী অবস্থাত্রয়, তৎপরে প্রেমভূমি॥ ৫॥

ভাবোদ্গমে দাস্যরতির উদয় সাহজিক, যথা ভাগবতে (৬।১১।২৪)—

অহং হরে তব পাদৈকমূল-দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতেগুর্ণানাং গৃণীত বাক্ কর্ম করোতু কায়ঃ॥

হে হরে! যাঁহারা তোমার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, আমি কি আবার তোমার সেই দাসগণেরও দাস হইতে পারিব? আমার মন প্রাণপতি তোমার গুণাবলী স্মরণ করুক্, বাক্য তোমারই গুণকীর্তন এবং শরীরও তোমার সেবাকার্য সম্পাদন করিতে থাকুক্।

"ছিনু তব নিত্যদাস, গলে বাঁধি' মায়াপাশ,
সংসারে পাইনু নানাক্লেশ।
এবে পুনঃ করি আশ, হঞা তব দাসের দাস,
ভজি' পাই তব ভক্তিলেশ॥
প্রাণেশ্বর! তব গুণ, স্মরুক্ মন পুনঃ পুনঃ,
তব নাম জিহ্বা করুক্ গান।
করদ্বয় তব কর্ম, করিয়া লভুক শর্ম,
তব পদে সঁপিনু পরাণ॥"

জীব বস্তুতঃ ভোগ্যতত্ত্ব এবং কৃষ্ণ ভোক্তা। সুতরাং ভজিতে ভজিতে আনন্দময়ী শ্রীরাধার কৈঙ্কর্য-আশা প্রবলা হয়। তখন নিজের গোপীভাব উদয় হয়; যথা ভাগবতে (১০।২৯।৩৮)—

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্॥

'তব দাস্য-আশে ছাড়িয়াছি ঘর-দ্বার।
দয়া করি' দেহ কৃষ্ণ, চরণ তোমার॥

তব হাস্যমুখ-নিরীক্ষণ-কামিজনে।
তোমার কৈঙ্কর্য দেহ প্রফুল্ল বদনে॥"

শ্রীরাধাপদাশ্রয়ের কর্তব্যতা, যথা গোস্বামিবাক্যে;—

অনারাধ্য রাধা-পদাম্ভোজরেণুমনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য-তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্ কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ॥

রাধা-পদাম্ভোজরেণু নাহি আরাধিলে।
তাঁহার পদাঙ্ক-পূত ব্রজ না ভজিলে॥
না সেবিলে রাধিকা-গম্ভীরভাবভক্ত।
শ্যামসিন্ধুরসে কিসে হবে অনুরক্ত?

শ্রীরাধা-পাদপদ্মই একমাত্র গতি; যথা—(বিলাপকুসুমাঞ্জলি ৮ শ্লোক)

দেবি দুঃখকুলসাগরোদয়ে দূয়মানমতিদুর্গতং জনম্।
ত্বৎ কৃপাপ্রবলনৌকয়াদ্ভুতং প্রাপয় স্বপদপঙ্কজালয়ম্॥

হে ক্রীড়াশীল-শ্রীরাধে! নানাদুঃখ-সাগর-গর্ভে ক্লিষ্ট ও নিরাশ্রয় আমাকে তোমার কৃপারূপ প্রবল নৌকায় তোমার অদ্ভুত পাদপদ্মরূপ গৃহে লইয়া চল।

তথ্য। আমি নিরাশ্রয় ও নানা দুঃখে পড়িয়া ক্লিষ্ট হইয়াছি। কৃপা করিয়া আমাকে তোমার শ্রীচরণকমলে আশ্রয় দাও।

"দুঃখসিন্ধুমাঝে দেবি, দুর্গত এজন।
কৃপা-পোতে পাদপদ্মে উঠাও এখন॥"

শ্রীরাধাদাস্যে নিরন্তর কৃষ্ণান্বেষণপর সংকীর্তন,—যথা,—শ্রীশ্রীরাধা-রসসুধানিধি (২৫৯ শ্লোক)—

ধ্যায়ংস্তং শিখিপিচ্ছমৌলিমনিশং তন্নামসংকীর্তয়ন্
নিত্যং তচ্চরণাম্বুজং পরিচরন তন্মন্ত্রবর্যং জপন্।
শ্রীরাধাপদদাস্যমেব পরমাভীষ্টং হৃদা ধারয়ন্
কর্হি স্যাং তদনুগ্রহেণ পরমাদ্ভুতানুরাগোৎসবঃ॥

"নিরন্তর কৃষ্ণধ্যান, তন্নাম-কীর্তন। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা, তন্মন্ত্রজপন।
রাধাপদদাস্যমাত্র অভীষ্ট-চিন্তন। কৃপায় লভিব রাধা-রাগানুভাবন।"

সিদ্ধির বাহ্য লক্ষণ কি ?

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়। [হে প্রভো !] তব নামগ্রহণে (নাম-ভজনকালে) [মম] [আমার] গলদশ্রুধারয়া (বিগলিত অশ্রু-প্রবাহে আপ্লুত) নয়নং (চক্ষু) গদ্গদরুদ্ধয়া (গদ্গদ স্বরভেদজনিত রুদ্ধ) গিরা (বাক্যবিশিষ্ট) বদনং (বদন) (এবং) পুলকৈঃ নিচিতং বপুঃ (সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত) কদা ভবিষ্যতি ? (কবে হইবে ?) ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

হে নাথ ! তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে ? বাক্যনিঃসরণ-সময়ে বদনে গদ্গদ-স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইবে ? ৬ ॥

শ্রীচরিতামৃত

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ ৬ ॥
(চৈ চঃ অঃ ২০।৩৭)

সন্মোদন-ভাষ্যম্

পূর্বোক্তপঞ্চশ্লোকৈরাদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গস্ততঃ শ্রবণকীর্তনস্মরণ-পাদসেবনার্চনবন্দনদাস্যসখ্যাত্মনিবেদনাত্মকং ভজনং ততঃ স্বরূপবোধা-নন্তরমবিদ্যারূপানর্থনাশস্ততো নিষ্ঠা ততো রুচিস্তত আসক্তিস্ততো ভাব ইতি হ্লাদিনীসারবৃত্তিসহায়েন জীবস্বরূপবিকাশরূপপরমধর্মস্য ক্রমো হি লক্ষিতঃ। ভাবদশায়াং ভক্তেঃ শুদ্ধস্বরূপস্যাখণ্ডত্বং সিধ্যতি। তদা ভক্তিঃ প্রেমাঙ্কুরস্বরূপরতিরূপা। সাধনদশাস্থিতশ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণানাং মধ্যে কৃষ্ণনাম-কীর্তনং ভাবদশায়ামত্যন্তপ্রবলং ভবতি। "ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচি আসক্তিস্তদ্-গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে" ইতি সিদ্ধান্তবাক্যাৎ॥ পুনশ্চ "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশুসাম্য-ভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥" ইতি লক্ষণেন ভাবস্বরূপ-রতেঃ প্রেমাঙ্কুরত্বং প্রেমপরমাণুত্বং সিধ্যতি। "প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে। সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥" "ধ্যায়ং ধ্যায়ং ভগবতঃ পাদাম্বুজযুগং তদা। ঈষদ্বিক্লিন্নমাণাত্মা সার্দ্রদৃষ্টিরভূদসার্বিত্যাদি-তন্ত্রপুরাণবচনেন প্রেমলক্ষণায়া ভক্তের্যে ত্বনুভাবাঃ সাত্ত্বিকা বিকারাদয়শ্চ সন্তি তে সর্বে কিয়ৎপরিমাণেন ভাবদশায়ামপি লক্ষ্যন্তে। অনুভাবা-শ্চৈতে—"নৃত্যং বিলুণ্ঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্। হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা। লালাশ্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণাহিক্কাদয়োঽপি চে"তি॥ সাত্ত্বিকবিকারাশ্চৈতে—"তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রুঃ প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতা" ইতি। এষাং মধ্যে নৃত্যগীতাশ্রুপুলকস্বরভেদাঃ ভাবদশায়াং বিশেষতো লক্ষিতাঃ অতএব তদ্দশাং লক্ষয়িত্বা বদতি শিক্ষকচূড়ামণিঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ। হে কৃষ্ণঃ! হে নন্দনন্দন! তব নামগ্রহণে কদা মম নয়নে অশ্রুধারা বিগলিতা ভবিষ্যন্তি;

কদা বা স্বরভেদজনিতেন গদ্‌গদবাক্যেন বদনং মম বিক্রিয়াং গমিষ্যতি। মম বপুশ্চ কদা পুলকিতং ভবিতা। হে নাথ! তব নামগ্রহণে মমাপ্যচিরেণৈব তত্তদ্দশালক্ষণং ভবতু ॥ ৬ ॥

গীতি

(ছোট দশকুশী-লোফা)

অপরাধ-ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়া হরি, তব নাম উচ্চ করি',
বড় দুঃখে ডাকি বার বার ॥
দীন-দয়াময় করুণা-নিদান।
ভাববিন্দু দেই' রাখহ পরাণ ॥
কবে তব নাম-উচ্চারণে মোর।
নয়নে ঝরব দরদর লোর ॥
গদ্‌গদ-স্বর কণ্ঠে উপজব।
মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব ॥
পুলকে ভরব শরীর হামার।
স্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হবে বারবার ॥
বিবর্ণ শরীরে হারাওব জ্ঞান।
নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ ॥
মিলব হামার কিয়ে ঐছে দিন।
রোওয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন ॥ ৬ ॥

বিবৃতি

হে গোপীজনবল্লভ, কবে তোমার নাম-গ্রহণকালে মাদৃশ-গোপ-জলনার চক্ষে দরদর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে, গদ্‌গদ হইয়া বাক্য রুদ্ধ

হইবে এবং শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইবে। ইহা লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তির একটী উদাহরণ। "কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্তয়ন্। উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্।" এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। গৌণনামাদিতে প্রেমনামসঙ্কীর্তনের অবসর হয় না; অতএব শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যত্র সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥"

ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম হরিকথামৃতের প্রসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত। যেখানে হরিকথা অবস্থান করেন, তথায় চিত্তের দ্রবতা এবং কম্প, অশ্রু, পুলক প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে নিসর্গ-পিচ্ছিল-চক্ষু ও ভাবাভাসপ্রিয় ব্যক্তিদিগের বিকার উদ্দিষ্ট হয় নাই, পরন্তু শুদ্ধ জীবাত্মা কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলেই অনুকূল মন ও স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ নিত্যভাবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয় না, সুতরাং চিত্তের দ্রবতা ও সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক বিকারসমূহ অনর্থমুক্ত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেই লক্ষিত হয়। যে-সকল কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি মহাভাগবতের অনুকরণে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিকবিকারাদি প্রদর্শন করিয়া লোকবঞ্চনা করেন, তাঁহাদের তাদৃশ অনুষ্ঠান শুদ্ধভক্তির বিরোধী॥ ৬॥

প্রমাণ-শ্লোকাবলী ও অনুবাদ

রতিলক্ষণা ভক্তিতে শুদ্ধভক্তসঙ্গে নামানুশীলন, যথা ভাগবতে (১১।৩।৩০, ৩১)—

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥

পূর্বোক্ত ভগবদ্ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের পুণ্যজনক

যশোবিষয়ে পরস্পর অনুক্ষণ কীর্তন, পরস্পর আত্মার অনুরাগ, পরস্পর তুষ্টি এবং পরস্পর যাবতীয় দুঃখনিবৃত্তি শিক্ষা করিবে।

এইরূপে ভাগবতপুরুষগণ সাধনভক্তিসঞ্জাত-প্রেমভক্তিবলে সর্বপাপ-বিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া এবং পরস্পরের চিত্তে তদীয়স্মৃতি উৎপাদিত করিয়া পুলকিতশরীরে অবস্থান করেন।

"ভক্তগণ পরস্পর কৃষ্ণকথা গায়।
তাহে রতি, তুষ্টি, সুখ পরস্পর পায়॥
হরিস্মৃতি নিজে করে, অন্যেরে করায়।
সাধনে উদিতভাবে পুলকাশ্রু পায়॥"

যথা, ভাগবতে (১১।৩।৩২)—

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥

অনন্তর দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অধ্যাসের নিবৃত্তি হওয়ায় তাঁহারা জাগতিক লোকঅপেক্ষা-বিলক্ষণ-চেষ্টাশীল অবস্থায় নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও আনন্দ, কখনও বাক্যালাপ, কখনও নৃত্য, কখনও গীত এবং কখনও বা শ্রীহরির লীলা-সমূহের অভিনয় করিতে থাকেন। এইরূপে তাঁহারা শ্রীহরির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অনন্তর শান্ত ও মৌনভাবাবলম্বী হইয়া থাকেন।

"ভাবোদয়ে কভু কাঁদে, কৃষ্ণচিন্তা-ফলে।
হাসে আনন্দিত হয়, আলৌকিক বলে॥
নাচে গায়, কৃষ্ণ-আলোচনে সুখ পায়।
লীলা-অনুভবে হয়, তূষ্ণীভূত-প্রায়॥"

তখনকার মনোভাব, কৃষ্ণপ্রিয়বসতিস্থলে প্রীতি; যথা (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৬৫),—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥

হে পদ্মপলাশলোচন! কবে আমি যমুনাতীরে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তোমার নামাবলি কীর্তন করিতে করিতে তাণ্ডব নৃত্য রচনা করিব?

সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণ কি?

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥ ৭॥

অন্বয়। গোবিন্দবিরহেণ (ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বিরহে) মে (আমার) নিমেষেণ (নিমেষকাল অর্থাৎ অত্যল্পকাল) যুগায়িতং (যুগবৎ বোধ হইতেছে) চক্ষুষা (চক্ষু) প্রাবৃষায়িতং (মেঘের ন্যায় আচরণে ধারা বর্ষণ করিতেছে) সর্বং জগৎ শূন্যায়িতং (সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে)॥ ৭॥

অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সকল 'যুগ'বৎ বোধ হইতেছে; চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে; সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে॥ ৭॥

শ্রীচরিতামৃত

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ'-সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন॥ ৭॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৪০-৪১)

সম্বোধন-ভাষ্যম্

সা রতিরূপা ভক্তিঃ প্রেমদশায়াং স্থায়িভাবাত্মিকা সতী বিভাবানুভাব-সাত্ত্বিকব্যভিচারিভাবসাহচর্যেণ ভক্তিরসো ভবতি। তদ্দশায়াং তস্যাঃ সর্বেঽনুভাবাঃ সাত্ত্বিকাদয়শ্চ পূর্ণরূপেণ লক্ষ্যন্তে। "সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। 'ভাবঃ' স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে" ইতি সিদ্ধান্তবাক্যেন শ্রীকৃষ্ণে মমতাতিশয্যজনিতগাঢ়ভাবময়ী ভক্তিঃ প্রেমেতি বোধ্যম্। অত্র ভক্তিরসস্যাশ্রয়বিষয়োর্মুখ্যসম্বন্ধভেদাৎ শান্তদাস্যসখ্য-বাৎসল্যমধুরা ইতি পঞ্চবিধঃ মুখ্যরসঃ। গৌণসম্বন্ধভেদেন "হাস্যোঽদ্ভুত-স্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি। ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধে"তি। মুখ্যরসানাং মধ্যে মধুররস এব সর্বোৎকৃষ্টঃ। স মুখ্যরসঃ প্রেম-প্রণয়-মান-স্নেহ-রাগানুরাগ-মহাভাবময়ঃ; তত্রোল্লাস-মাত্রাধিক্য-ব্যঞ্জিতা প্রীতিঃ রতিঃ শান্তরসেঽনুমীয়তে যস্যাং জাতায়ামন্যত্র তুচ্ছবুদ্ধিশ্চ জায়তে। মমতাতিশয়াবির্ভাবেন সমৃদ্ধা প্রীতিঃ প্রেম দাস্যরসে লক্ষ্যতে। যস্মিন্ জাতে তৎপ্রীতি-ভঙ্গ-হেতবো ন প্রভবন্তি। বিশ্রম্ভাত্মতঃ প্রেমা প্রণয়ঃ সখ্যে প্রতীয়তে। তস্মিন্ জাতে সম্ভ্রমাদি-যোগ্যতায়ামপি তদ-ভাবঃ। প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেন কৌটিল্যাভ্যাসপূর্বকভাববৈচিত্র্যং দধৎ প্রণয়ো মানঃ। যস্মিন্ জাতে শ্রীভগবানপি তৎপ্রণয়কোপাৎ প্রেমময়ং ভয়ং ভজতে। চেতোদ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ। যস্মিন্ জাতে মহাবাষ্পাদিবিকারঃ দর্শনাতৃপ্তিস্তস্য পরমসামর্থ্যাদৌ সত্যপি কেষাঞ্চিদ-নিষ্টানাং শঙ্কা চ জায়তে। দ্বাবেতৌ বাৎল্যে লক্ষ্যেতে। স্নেহ এবাভি-লাষাত্মকো রাগঃ। যস্মিন্ জাতে ক্ষণিকস্যাপি বিরহস্যাসহিষ্ণুতা। তৎসংযোগ পরদুঃখমপি সুখত্বেন ভবতি। তদ্বিয়োগে তদ্বিপরীতম্। স এব রাগোঽনু-ক্ষণং স্ববিষয়ং নবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ঞ্চ নবনবীভবন্ননুরাগঃ। যস্মিন্ জাতে পরস্পরবশভাবাতিশয়ঃ প্রেমবৈচিত্র্যং তৎসম্বন্ধিন্যপ্রাণিন্যপি জন্মলালসা।

বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্তিশ্চ জায়তে। অনুরাগ এব অসমোর্ধ্বচমৎকারেণ উন্মাদনং মহাভাবঃ। যস্মিন্ জাতে যোগে নিমেষাসহতা কল্পক্ষণত্বমিত্যাদিকম্। বিয়োগে ক্ষণকল্পত্বমিত্যাদিকম্। উভয়ত্র মহোদ্দীপ্তাশেষ-সাত্ত্বিক-বিকারাদিকং জায়তে ইতি প্রীতিসন্দর্ভবচনসাহায্যেন প্রেমাবস্থায়াং বিশেষত উজ্জ্বলরসবিক্রিয়ায়াং ভাবসমূহানামত্রৈব শ্রীমন্মহাপ্রভুশিক্ষায়াং সমাস এব লক্ষ্যতে। যুগায়িতম্ ইতি পদ্যং সুগমম্। গোবিন্দবিরহেণেতি বাক্যেন বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞাপিতঃ। "স পুর্বরাগো মানশ্চ প্রবাসাদিময়স্তথা। বিপ্রলম্ভো বহুবিধো বিদ্বদ্ভিরিহ কথ্যতে" ইতি। অত্র তু মহাপ্রভুবাক্যেন প্রপঞ্চান্তর্বর্তিজীবানাং পুর্বরাগাদিময়ো বিপ্রলম্ভ এব সর্বদা আস্বাদনীয়ঃ ॥ ৭ ॥

গীতি

(ঝাঁপি-লোফা)

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
কৃষ্ণ-নিত্যদাস মুঞি হৃদয়ে স্ফুরিল ॥
জানিলাম মায়া-পাশে এ জড়-জগতে।
গোবিন্দবিরহে দুঃখ পাই নানা মতে ॥
আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই' কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয় ॥
নিমেষ হইল মোর শতযুগ-সম।
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম ॥

(দশকুশী)

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে,
পরাণ উদাস হয়।

কি করি, কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয়॥
ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ,
দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদ- মিনতি মানিয়া,
লওহে তাহারে সাথে॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ আর সহিতে না পারি।
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি॥

(দশকুশী)

গাইতে গোবিন্দ-নাম উপজিল ভাবগ্রাম,
দেখিলাম যমুনার কূলে।
বৃষভানুসুতা-সঙ্গে, শ্যাম নটবর রঙ্গে,
বাঁশরী বাজায় নীপমূলে॥
দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন,
জ্ঞানহারা হইলুঁ তখন।
কতক্ষণ নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হইল মানি,
আর নাহি ভেল দরশন॥

(ঝাঁপি-লোফা)

সখি গো, কেমনে ধরিব পরাণ।
নিমেষ হইল যুগের সমান॥

(দশকুশী)

শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরিষয়,
শূন্য ভেল ধরাতল।
গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ নাহি রহে,
কেমনে বাঁচিব বল॥

ভকতিবিনোদ, অস্থির হইয়া,
পুনঃ নামাশ্রয় করি'।
ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন,
প্রাণ রাখ, নহে মরি ॥ ৭ ॥

বিবৃতি

হে গোবিন্দ, তোমার বিরহে আমার সমগ্র জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে, চক্ষু বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় অশ্রুপ্লাবিত হইয়াছে, অক্ষিপত্রের পতন-কাল যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে। ইহা বিপ্রলম্ভ-রসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জাতরতি ভক্তগণের সম্ভোগের পরিবর্তে বিপ্রলম্ভরসের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা। জড় বিপ্রলম্ভরসে বা বিরহরসে কেবল দুঃখ অবস্থিত। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভে অভ্যন্তর প্রদেশ পরমানন্দপূর্ণ, বাহিরে যন্ত্রণাবিশিষ্ট, "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহারদুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ॥" বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক। আবার বিপ্রলম্ভের মধ্যে প্রেমবৈচিত্ত্য-নামক অবস্থায় বাহ্য-দর্শনে সম্ভোগ বিরাজমান। বিপ্রলম্ভকালে কৃষ্ণের স্মরণপ্রাচুর্যে হরি-বিস্মৃতির অভাব, উহাই ভজনপরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণবিমুখ গৌরনাগরীদলে যে সম্ভোগরসের ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ অপ্রাকৃতরসের বাধা মাত্র। সম্ভোগবাদী আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিচেষ্টা-বিশিষ্ট; সুতরাং কৃষ্ণ-ভক্তিরহিত। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম' এই কথা বুঝিতে পারিলে নিজ সম্ভোগরসের তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইতে ধাবিত হইবেন না। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার রহস্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া বিপ্রলম্ভরসে নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত। সম্ভোগ-রসের পুষ্টির উদ্দেশে আশ্রয়জাতীয় জীবের পূর্ণবিকাশের পরাকাষ্ঠা বিপ্রলম্ভেই অবস্থিত; ইহা প্রদর্শন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রলম্ভ-

রসাবতার নিত্য শ্রীগৌরস্বরূপ প্রকট করিয়াছেন। তাহাতে সম্ভোগ-বাদীর কু-চেষ্টা কখনই ফলবতী হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

প্রমাণ-শ্লোকাবলী ও অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার প্রলাপ, যথা কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪১ শ্লোক),—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি, হরে, ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো, করুণৈকসিন্ধো, হা হন্ত হা হন্ত, কথং নয়ামি ॥

হে অনাথবন্ধো, হে হরে, হে করুণাসিন্ধো, আহা! আহা! তোমার দর্শনাভাবে আমি এই অধন্য দিবারাত্র-সকল কিরূপে যাপন করিব ?

'না হেরিয়ে তব মুখ, হৃদয়ে দারুণ দুঃখ,
দীনবন্ধো, করুণাসাগর।
এ অধন্য দিবানিশি, কেমনে কাটাবে দাসী,
উপায় বলহ অতঃপর ॥'

শ্রীরাধাভাবোচ্ছ্বাস, যথা, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীবচনে :—(পদ্যাবলী ৪০০ অঙ্কধৃত)—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ, হে মথুরানাথ, কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত, ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥

ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব ? তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতরহৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়িত! আমি এখন কি করিব ?

'হে দীন-দয়ার্দ্রনাথ, হে কৃষ্ণ মথুরানাথ,
কবে পুনঃ পাব দরশন।
না দেখি' সে চাঁদমুখ, ব্যথিত হৃদয়ে দুঃখ,
হে দয়িত! কি করি এখন ॥'

শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকার ভাবোন্মাদ; যথা উজ্জ্বলনীলমণিতে (৬৪ শ্লোক):—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥

'জাগর, উদ্বেগ, চিন্তা, তানবাঙ্গ-মলিনতা,
প্রলাপ, উন্মাদ আর ব্যাধি।
মোহ, মৃত্যু, দশা দশ, তাহে রাধা সুবিবশ,
পাইল দুঃখকুলের অবধি॥'

সিদ্ধির নিষ্ঠা কিরূপ?

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ৮॥

অন্বয়। (শ্রীকৃষ্ণ) পাদরতাং (পাদরতা অর্থাৎ চরণসেবৈকপরায়ণা) মাম্ (আমাকে) আশ্লিষ্য বা (গাঢ় আলিঙ্গনদ্বারা) পিনষ্টু (পেষণ অর্থাৎ আত্মসাৎ করুন) বা অদর্শনাৎ (কিম্বা দর্শন না দিয়া বিচ্ছেদে) মর্মহতাং করোতু (মর্মপীড়িতাই করুন) সঃ লম্পটঃ (সেই নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-সুখাভিনিবিষ্ট) যথা তথা বিদধাতু বা (স্বেচ্ছাক্রমে অন্যবল্লভাসহ বিহার করিলেও) তু এব (তিনিই, মৎপ্রাণনাথঃ (আমারই প্রাণনাথ), অপরঃ ন (অপর কেহ নহেন)॥ ৮॥

অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শনদ্বারা মর্মাহতাই করুন, তিনি—লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপেই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ ন'ন, আমারই প্রাণনাথ ॥ ৮ ॥

শ্রীচরিতামৃত

"আমি—কৃষ্ণপদ-দাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনুমন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর—কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥
ছাড়ি' অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা-সবারে দেয় পীড়া, আমা-সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাঞা ॥
কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট, সকপট,
অন্য নারীগণ করি' সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি' তাঁর সুখ,
তাঁ'র সুখ—আমার তাৎপর্য।

মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁ'র হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য ॥ ৮ ॥

সম্মোদন-ভাষ্যম্

প্রেমদশালব্ধানাং জীবানাং কা প্রবৃত্তিরিত্যালোচ্যাহ—আশ্লিষ্য বা পাদরতাম্ ইতি। পাদরতাং মাম্ আশ্লিষ্য সুখয়তু, মাং পদতলে পিনষ্টু পেষণং করোতু অথবা অদর্শনান্মাং মর্মহতাং মর্মপীড়িতাং করোতু; স লম্পটচূড়ামণির্যথা তথা যেন তেন প্রকারেণ মাং বিদধাতু, স কদাচিন্নাপরো ভবতি, যতঃ স এব সর্বথা মম প্রাণনাথঃ। "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥" ইতি লক্ষণেন ভক্তানাং প্রেমদশায়াং কৃষ্ণৈকজীবনত্বম্। সিদ্ধৌ চ প্রেমদশায়াং ভক্ত-কৃষ্ণয়োঃ পরস্পরমাকর্ষণরূপঃ পরমো ধর্মো দীপ্যতে। "যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ। তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়ে"তি শ্রীমদ্ভাগবতবচনাৎ। অত্রেদমালোচ্যম্, অণুচৈতন্যস্য জীবস্য বিভুচৈতন্যস্য কৃষ্ণস্য সম্বন্ধে ক্বচন স্বাভাবিকো ধর্মোঽস্তি তয়োঃ পরস্পরসম্বন্ধাত্মকঃ। স চ ধর্মো জীবস্য বহির্মুখদশায়াং লুপ্তপ্রায়স্তিষ্ঠতি। পুনর্যদা জীবস্য স্বভাবপরিক্রিয়া স্যাৎ,তদা জীবকৃষ্ণয়োরুভয়গতঃ পূর্বসিদ্ধো ধর্মঃ পুনঃ প্রকটো ভবতি। আকর্ষসন্নিধৌ পরিষ্কৃতময়ঃ লৌহং যথা তথেতি। এতদ্দশায়াং পূর্বসিদ্ধধর্মপ্রকটনমেব ধর্মস্য প্রয়োজনং, ন ত্বন্যৎ। জীবস্যাপি তদ্ধর্মসাধনে ফলান্তরাভাব ইতি জ্ঞেয়ম্। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনে"তি ভগবদ্বচনাৎ। কৃষ্ণপ্রীতিরেব তৎপ্রীতেঃ ফলমিতি সিধ্যতি। অত্রাদর্শনাৎ যন্মর্মাহতত্বং, তদপি ন দুঃখজনকং, কিন্তু পরমসুখজনকম্ ইতি দর্শয়ন্ শ্রীকৃষ্ণঃ। "এবং মদর্থোজ্ঝিত-লোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ। ময়া পরোক্ষং

ভজতা তিরোহিতং মাস্থয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ” ইতি। অতঃ স্পষ্টুক্তমাশ্লিষ্য বেতি। এতদষ্টকমাহাত্ম্যং সংক্ষেপেণ বক্ষ্যামি। স্বরূপশক্তেঃ শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশঃ, রাধয়া যন্মম মাধুর্যমাস্বাদিতং তদেব কীদৃশং,তদাস্বাদনে যৎ সৌখ্যং তৎ কীদৃশং বেতি বিচিন্ত্য তদাস্বাদনলালসয়া পরমতত্ত্বস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ নিত্যলীলাপীঠস্বরূপে বৈকুণ্ঠে প্রকোষ্ঠবিশেষে গোলোকাখ্যে শ্রীনবদ্বীপধাম্নি ঔদার্যপ্রচুরভগবৎস্বরূপেণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাকারেণ নিত্যং তদ্ভাবযোগ্যাং লীলামাতনোতি। স চ সপ্তাধিকে চতুর্দশশকাব্দে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতেন শ্রীচৈতন্যরূপেণ শ্রীগৌড়দেশান্তর্গতাপরবৃন্দারণ্য ইব শ্রীমন্নবদ্বীপনগরে শ্রীজগন্নাথমিশ্রপত্নী-শ্রীশচীগর্ভে ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং প্রাদুরাসীৎ। শৈশবে বয়সি বালচাপল্যেন, পৌগণ্ডে বিদ্যাভ্যাসেন, কৈশোরে দারপরিগ্রহপূর্বক-সংসারচেষ্টাপ্রদর্শনেন, ভক্তিপ্রচারেণ চ গৌড়ক্ষিতিং পরমানন্দেন প্লাবয়ামাস। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ি-পরিব্রাজকচূড়ামণি-ঈশ্বরপুরীসকাশাৎ দীক্ষাগ্রহণেন জীবানাং সাধুগুরুপদাশ্রয়রূপং কর্তব্যং শিক্ষয়ামাস। চতুর্বিংশবর্ষে শাঙ্করসন্ন্যাসি-শ্রীকেশবভারতীসকাশাৎ সন্ন্যাসং গৃহীত্বা স্বগৃহং ত্যক্তবান্। ততস্তীর্থভ্রমণছলেন গৌড়পাশ্চাত্যোঢ্দাক্ষিণাত্যপ্রভৃতিদেশবাসিনো বিশুদ্ধভক্তিতত্ত্বং শিক্ষয়ন্ নানামতবাদিনাং মতখণ্ডনানন্তরং চতুর্বিধবৈষ্ণবসম্প্রদায়-সিদ্ধান্ত-সাররূপমচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বমূলকং স্বমতং স্থাপয়ংশ্চ ষড়্বর্ষাণি যাপয়ামাস। ততোঽষ্টাদশবর্ষাণি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বসন্ চতুর্দিক্ষু ভক্তিপ্রচারকান্ প্রেরয়িত্বা স্বমতং বিস্তৃতবান্। স্বয়ঞ্চ বহুসিদ্ধবৈষ্ণবপরিসেবিতঃ কদাচিৎ ভক্তিপ্রচারং কদাচিদ্বা স্বীয়োদ্দেশ্যত্রয়সাধনরূপপ্রেমাস্বাদনং কৃতবান্। শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-গোপালভট্ট-জীব-প্রবোধানন্দ-স্বরূপ-রামানন্দ-কবিকর্ণপুর-প্রভৃতিভিঃ স্বকীয়-সিদ্ধপার্ষদগণৈঃ হৃদি প্রেরণয়া স্বমত-পরিপোষকাণি নানাশাস্ত্রাণি কারয়ামাস। স কদাচিদপি সর্বসিদ্ধান্তপরিপূর্ণমষ্টকমিদং

রচয়ন্ সর্বানধিকারবিশিষ্টান্ জীবানশিক্ষয়ৎ। কদাচিদ্বা স্বীয়ান্তরঙ্গসঙ্গি-দ্বয়স্বরূপ-রামানন্দ-সহিতোঽস্য তাৎপর্যমাস্বাদয়ামাস। এতৎ সর্বং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদৌ বিবৃতমস্তি। শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রঃ স্বীয়গৃহস্থচরিতেন স্বধর্মপরান্ গৃহস্থান্, স্বীয়সন্ন্যাসচরিতেন চ সর্বান্ পরিব্রাজকাংশ্চ পুনশ্চোপদেশদ্বারা সর্বান্ জীবানশিক্ষয়ৎ। অস্য শিক্ষাষ্টকস্য মাহাত্ম্যম্ অনন্তম্।

গৌরাঙ্গ-বক্ত্রাব্জবিনিঃসৃতং শ্রীশিক্ষাষ্টকং যে প্রপঠন্তি ভক্ত্যা।
তে গৌরপাদাসবমুগ্ধচিত্তা মজ্জন্তি প্রেমাম্বুনিধৌ মুরারেঃ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য চতুঃশতাব্দ একাধিকে ভক্তিবিনোদকেন।
সন্মোদনাখ্যং প্রভুবাক্যভাষ্যং কেদারনাথেন ময়া প্রণীতম্॥

মাধুর্যরসাস্বাদিশুদ্ধবৈষ্ণবানাং সম্বন্ধেঽস্য সর্ববেদসারত্বং ভগবন্মুখাব্জ-গলিতত্বান্মহাবাক্যত্বঞ্চ, সর্বৈরেব ভাগ্যবদ্ভিরষ্টকমিদং কণ্ঠভূষণং কর্তব্যং, সর্বদা পঠনীয়ং পূজনীয়ঞ্চ।

ইতি কলিযুগপাবনাবতারশ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রবদনাব্জবিগলিত-
শ্রীশিক্ষাষ্টকস্য সন্মোদনং নাম ভাষ্যং
সম্পূর্ণম্।

গীতি

(অধিকারিভেদে—দশকুশী)

বন্ধুগণ! শুনহ বচন মোর।
ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন,
দেখা দেয় চিত-চোর॥
বিচক্ষণ করি', দেখিতে চাহিলে,
হয় আঁখি-অগোচর।
পুনঃ নাহি দেখি', কাঁদয়ে পরাণ,
দুঃখের না থাকে ওর॥

জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ।
যথা তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ॥
দর্শন-আনন্দ-দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে,
বলে মোরে প্রণয়বচন।
পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া,
প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন॥
যাহে তাঁ'র সুখ হয়, সেই সুখ মম।
নিজ সুখে দুঃখে মোর সর্বদাই সম॥
ভকতিবিনোদ, সংযোগে, বিয়োগে,
তাঁহে জানে প্রাণেশ্বর।
তাঁ'র সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ,
সে কভু না হয় পর॥

(দশকুশী)

যোগপীঠোপরি স্থিত, অষ্টসখী-সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্বকাননে।
রাধা-সহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী,
প্রাণ মোর তাঁহার চরণে॥
সখী-আজ্ঞামত করি দোঁহার সেবন।
পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ॥
কভু কৃপা করি', মম হস্ত ধরি',
মধুর বচন বলে।
তাম্বূল লইয়া, খায় দুইজনে,
মালা লয় কুতূহলে॥

অদর্শন হয় কখন কি ছলে।
না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে॥
যেখানে সেখানে, থাকুক দু'জনে,
আমি ত' চরণ-দাসী।
মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা,
সকল সমান বাসি॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে।
মোরে রাখি' মারি' সুখে থাকুক দু'জনে॥
ভকতিবিনোদ, আর নাহি জানে,
পড়ি' নিজসখী-পায়।
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত,
যুগলচরণ চায়॥

বিবৃতি

পাদসেবানিরতা গোপীর কিঙ্করী আমি, আমাকে আলিঙ্গন করুন, অথবা আত্মসাৎ করুন অথবা অদর্শনজন্য মর্ম্মাহত করুন, সেই গোপবধূবিট্ লম্পটের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক্; তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ। তদ্ব্যতীত তিনি অন্য কেহ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র পরমপুরুষ। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহারই অনুগমন আমার একমাত্র ধর্ম। আমি স্বেচ্ছাচারিণী নহি যে, তাঁহার অভিলাষের প্রতিকূলে আমার কোন সেবাপ্রবৃত্তি দেখাইতে পারি। জীবের সিদ্ধিতে দেহ বা মন উভয় উপাধিই নাই। সেই কালে নন্দনন্দনের স্বেচ্ছাবিহারক্ষেত্র অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে ব্রজবাসিনীর সহচরী হইয়া সিদ্ধ-দেহে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা একমাত্র কৃষ্ণেচ্ছা-পূরণ করাই প্রেমভক্তির স্বরূপ। জীব কখনই আপনাকে আশ্রয়বিগ্রহ মনে করিবেন না। তাহাতেও অহংগ্রহোপাসনা হইয়া যায়। আশ্রয়জাতীয়ের

আনুগত্যই শুদ্ধ জীবাত্মার নির্মল অবস্থিতি। জীব কৃষ্ণের প্রিয় হইলেও তাঁহার গঠনে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে বিভিন্নাংশ সংশ্লিষ্ট ॥ ৮ ॥

শিক্ষাষ্টকের আটটী শ্লোকেই অভিধেয়মুখে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন-রূপ সাধন; দ্বিতীয়ে তাদৃশ শ্রেষ্ঠসাধনে নিজের অযোগ্যতা-উপলব্ধি; তৃতীয় শ্লোকে শ্রীনামগ্রহণপ্রণালী; চতুর্থে প্রতিকূল বাঞ্ছা বা কৈতববর্জন; পঞ্চম শ্লোকে স্বরূপজ্ঞান; ষষ্ঠে কৃষ্ণসান্নিধ্যে স্বসৌভাগ্য-বর্ণন; সপ্তমে উন্নতাধিকারে বিপ্রলম্ভ-রসবর্ণন এবং অষ্টম শ্লোকে স্বপ্রয়োজন-সিদ্ধির উপদেশ পাওয়া যায়।

প্রথম পাঁচটী শ্লোকে অভিধেয়-মূলে সম্বন্ধ-জ্ঞানের শিক্ষা, আটটী শ্লোকেই অভিধেয় এবং শেষ তিনটী শ্লোকে প্রয়োজনবিষয়ক-শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথম পাঁচটী শ্লোকে অভিধেয়-বিচারে 'সাধনভক্তি', পরের দুইটী শ্লোকে 'ভাবভক্তি' এবং ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্লোকে, বিশেষতঃ সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে সাধ্য 'প্রেমভক্তি' স্ফুটিত হইয়াছে। এখানে শ্রীচক্রবর্তী ঠাকুরের একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রোতৃবর্গের শ্রীচরণে প্রণত হইলাম।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥"

প্রমাণ-শ্লোকাবলী ও অনুবাদ

গোপীগণের গাঢ় কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয়, কৃষ্ণের বনভ্রমণ-চিন্তায় মহা-দুঃখানুভব; যথা, ভাগবতে (১০।৩১।১১)—

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥

হে নাথ, হে কান্ত, তুমি যখন পশুচারণ করিতে করিতে ব্রজ হইতে গমন কর, তখন তোমার কমলের ন্যায় সুকোমল চরণ পাছে ধান্যকণিশ, তৃণ ও অঙ্কুরে ক্লেশ পায়, এই ভাবিয়া আমাদের চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হয়।

'ধেনু ল'য়ে ব্রজ হ'তে যবে যাও বনে।
নলিনসুন্দর তব কমলচরণে॥
শিলাঙ্কুরে কষ্ট হ'বে মনেতে বিচারি'।
মহাদুঃখ পাই মোরা ওহে চিত্তহারি॥'

কুটিল-কুন্তল শ্রীমুখ-অদর্শনে গোপীগণের এক একটি-ক্রটিকালও শতযুগসম হইয়া পড়ে; যথা, ভাগবতে (১০।৩১।১৫)—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥

হে প্রিয়, দিবাভাগে যখন তুমি ব্রজে ভ্রমণ কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া ক্ষণকালও আমাদের নিকট একযুগ বলিয়া মনে হয়; আবার দিনান্তে যখন তোমার কুটিল-কুন্তলযুক্ত শ্রীবদনমণ্ডল দর্শন করি, তখন (নিমেষমাত্র ব্যবধান সহ্য না হওয়ায়) আমাদের নিকট পক্ষ্মনির্মাতা বিধাতা বিবেকহীন বলিয়া প্রতীত হয়।

'পূর্বাহ্নে কাননে তুমি যাও গোচারণে।
ত্রুটি যুগসম হয় তব অদর্শনে॥
কুটিল-কুন্তল তব শ্রীচন্দ্রবদন।
দর্শনে নিমেষদাতা বিধির নিন্দন॥'

সম্ভোগে ভাবোচ্ছ্বাস; যথা, কৃষ্ণকর্ণামৃতে (১২ শ্লোক),—

নিখিল-ভুবন-লক্ষ্মী-নিত্যলীলাস্পদাভ্যাং
কমলবিপিনবীথী-গর্ব-সর্বঙ্কষাভ্যাম্।

প্রণমদভয়দানপ্রৌঢ়িগাঢ়াদৃতাভ্যাং
কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাম্ ॥

নিখিল-ভুবন-লক্ষ্মীর নিত্যলীলাস্পদস্বরূপ, কমল-বনপথের গর্বহারী, প্রণতজনের অভয়প্রদানে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণপাদদ্বয় আমার চিত্তে কোন অনির্বচনীয় সুখ বহন করুন।'

'নিখিলভুবনলক্ষ্মী রাধিকাসুন্দরী।
তাঁর নিত্যলীলাস্পদ পরম-মাধুরী ॥
কমলবিপিনগর্ব ক্ষয় যাহে হয়।
প্রণত-অভয়দানে প্রৌঢ়-শক্তিময় ॥
হেন কৃষ্ণপাদপদ্ম, কৃষ্ণ, মম মন।
অপূর্ব উৎসবরতি করুক বহন ॥' ৮ ॥

শ্রীভজনরহস্যধৃত প্রমাণ-শ্লোকাবলী ও অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষায় দশমূলতত্ত্ব

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরির্গৌরচন্দ্রো ভজে ।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবি

[এই জগতে] (১) সদ্‌গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত বেদশাস্ত্র বলেন,—(২) শ্রীহরি—পরমতত্ত্ব, (৩) সকল শক্তির আধার রসসমুদ্র, (৪) জীবগণ শ্রীহরির বিভিন্নাংশ এবং (৬) [বহির্মু মায়ার কবলে পতিত ও (৭) ভাব বা রতির উদয়ে তাহা হই মুক্ত হইবার যোগ্য; (৮) সকল বস্তুই যুগপৎ শ্রীহরির প্রকাশ; (৯) শ্রীহরিতে শুদ্ধভক্তিই সাধন এবং (১০) শ্রী সাধ্য। এই দশমূলতত্ত্ব যে শ্রীহরি-গৌরচন্দ্র শিক্ষা দেন, তাঁহা ভজন করি"।

কতিপয় শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম-স্কন্ধ ১০৲ ; ২য় স্কন্ধ ৭৲
৩য়স্কন্ধ ১২; চতুর্থ স্কন্ধ ১২৲ পঞ্চমস্কন্ধ ১০৲
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (উত্তম বাঁধান) ২৭৲
শ্রীচৈতন্যভাগবত (উত্তম বাঁধান) ২৫·০০
শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্—১ম খণ্ড ৬·০০
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ১৪·০০
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩·২৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৮.৫০
শ্রীচৈতন্যোপদেশরত্নমালা ·৭৫
শ্রীহরিনামচিন্তামণি ১·৬০
শ্রীশ্রীসরস্বতীবিজয় ০·৭৫
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ·৬২
শ্রীভজন-রহস্য ১·৬০
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত—
(১ম,২য়,৩য় প্রবাহ) প্রতি প্রবাহ ১·২৫
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড ·৭৫
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড ১৲
শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী ১·৫০
শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ ·২৫
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ·৪০
শ্রীনবদ্বীপধাম ·৫০
সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ৩·৫০
শ্রীলঘুভাগবতামৃত ২·০০
শরণাগতি ·৩৫ ; গীতাবলী ·৪০ ;
গীতমালা ·৫০ ; কল্যাণকল্পতরু ·৫০
সাধককণ্ঠমালা (ষষ্ঠ সংস্করণ) ১·২৫
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ২·২৫

গৌড়ীয়কণ্ঠহার ৪'
শ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমা খণ্ড
শ্রীব্রহ্মসংহিতা
জৈবধর্ম (উত্তম বাঁধান)
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা
অর্চনপদ্ধতি
শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা
শ্রীচৈতন্যলীলামৃত
ভক্তিসন্দর্ভ
শ্রীভগবৎসন্দর্ভ
শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভঃ
উপদেশামৃত [টীকা ও অনুব
শ্রীশিক্ষাষ্টক [টীকা ও অনুবা
চিত্রে নবদ্বীপ
প্রেমবিবর্ত
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত
বিলাপকুসুমাঞ্জলি
Sri Chaitanya :
His Life and Precepts
Rai Ramananda
Brahma-amhita
Navadvipa
On Vedanta
The Bhagabata
Path to God-Realisati
Sri Chaitanya's Conce
Theistic Vedanta
Sri ChaitanyaM ahapr
Sri Chaitanya's Teachi

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীচৈতন্যমঠ,** পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।